॥ শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

দশমঃ স্কন্ধঃ

একোনপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ

—✪—

শ্রীশুক উবাচ ।

স্ব গত্বা হাস্তিনপূরং পৌরবেন্দ্রযশোঽঙ্কিতম্ ।
দদর্শ তত্রাম্বিকেয়ং সভীষ্মং বিদুরং পৃথাম্ ॥ ১ ॥

সহপুত্রঞ্চ বাহ্লীকং ভারদ্বাজং সগৌতমম্ ।
কর্ণং সুযোধনং দ্রৌণিং পাণ্ডবান্ সুহৃদোঽপরান্ ॥ ২ ॥

১-২। অন্বয় ঃ সঃ (অক্রূরঃ) পৌরবেন্দ্রযশোঙ্কিতং (পৌরবেন্দ্রানাং যশোদ্যোতকৈঃ তৎকৃত-দেবব্রাহ্মণ-আয়তনাদিভিঃ অঙ্কিতং) হস্তিনাপুরং গত্বা তত্র (হস্তিনাপুরে) সভীষ্মং (ভীষ্মসহিতং) আম্বিকেয়ং (ধৃতরাষ্ট্রং) বিদুরং, পৃথাং (স্বভগিনীং কুন্তীং), সহপুত্রঞ্চ (সোমদত্ত-সহিতঞ্চ) বাহ্লীকং (শন্তনো ভ্রাতরম্) ভরদ্বাজং (দ্রোণাচার্যং) গৌতমং (কৃপাচার্যং) কর্ণং, সুযোধনং (দুর্য্যোধনং) দ্রৌণিং (দ্রোণপুত্রং অশ্বত্থামানং), পাণ্ডবান্ (যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডুপুত্রান্) [ত যা] অপরান্ সুহৃদঃ [চ] দদর্শ (দৃষ্টবান্) ।

১-২। মূলানুবাদ ঃ শ্রীঅক্রূর মহাশয় পৌরবশ্রেষ্ঠগণের যশ প্রকাশক তাদের নির্মিত দেবালয় ও বিপ্রালয় প্রভৃতি দ্বারা চিত্রিত হস্তিনাপুরে গমন করত তথায় দর্শন করলেন— ভীষ্মসহ ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর, স্বীয় ভগিনী কুন্তি, সোমদত্তের সহিত শান্তনু ভ্রাতা, দ্রোণাচার্য, কৃপাচার্য, কর্ণ, দুর্যোধন, দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা, যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডুপুত্রগণ এবং শকুনাদি অপর সকলকে ।

১-২। শ্রীজীব বৈ· তো· টীকা ঃ স গত্বেতি যুগ্মকম্ । প্রথমং রাজ্ঞো দর্শনযোগ্যং, ততঃ কুলশ্রেষ্ঠত্বাৎ শ্রীভীষ্মস্য তদ্দিনে ত্ব তয়োরেকত্র স্থিতিরাসীদিতি সভীষ্মমিত্যুক্তং, তত আত্মীয়ত্বাৎ শ্রীবিদুরস্য,

যথাবদুপসঙ্গম্য বন্ধুভির্গান্দিনীসুতঃ।
সম্পৃষ্টস্তৈঃ সুহৃদ্বার্ত্তাং স্বয়ঞ্চাপৃচ্ছদব্যয়ম্ ॥ ৩ ॥

৩। **অন্বয়** ঃ গান্দিনীসুতঃ (অক্রূরঃ) যথাবৎ উপসঙ্গম্য (বৃদ্ধাদিন্ প্রণামাদিনা স্নেহাধিক্যেন মিলিত্বা) তৈঃ বন্ধুভিঃ সুহৃদ্বার্ত্তাং (সুহৃদাং যাদবানাং বার্ত্তাং) সম্পৃষ্টঃ (যথাবিধি আতিথ্যপূর্বকং সস্নেহং পৃষ্টঃ সন্) স্বয়ং চ অব্যয়ং (কুশলং) অপৃচ্ছৎ।

৩। **মূলানুবাদ** ঃ গান্দিনীসুত অক্রূর বৃদ্ধদিগকে প্রণামাদি ও কনিষ্ঠদিগকে আশীর্বাদ করতে করতে স্নেহাধিক্যের সহিত মিলিত হলে, সেই বন্ধুদের দ্বারা সুহৃদ যাদবদের সংবাদ জিজ্ঞাসিত হয়ে নিজেও তাদের কুশল জিজ্ঞাসা করলেন।

ততস্তৎসঙ্গেন স্বভগিন্যাঃ পৃথায়াঃ, ততঃ কুলবৃদ্ধত্বাদ্বাহ্লীকস্য, ততঃ পাণ্ডবান্বেষণে তদুপাধ্যায়স্য ভারদ্বাজস্য, ততস্তৎসহচারিত্বেন গৌতমস্য, ততঃ সহাধ্যায়িত্বেন কর্ণাদীনাং সর্ব্বেষামেব। বালকানামিতি তথা পাঠক্রমঃ। তত্র পাণ্ডবানাং পশ্চাদ্ভাবঃ, স্বস্য মাধ্যস্থ্যখ্যাপনেন, ধর্ম্মোপদেশায় পশ্চান্মিলনাৎ। প্রথমশ্চশব্দোঽনুক্তসমুচ্চয়ে সর্ব্বত্র যোজ্যঃ, দ্বিতীয়স্তু অপ্যর্থে ব্রাহ্মণস্যাপি ভরদ্বাজস্য ক্ষত্রিয়-মধ্যপাতাৎ সগৌতমমিতি ক্বচিৎ পাঠঃ। অপরান্ শকুন্যাদীন্ ॥ জী০ ১-২ ॥

১-২। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ** ঃ 'স গত্বা' ইতি দুটি শ্লোক একসঙ্গে ব্যাখ্যা। প্রথমে রাজদর্শনই সমীচীন। অতঃপর কুলশ্রেষ্ঠহেতু শ্রীভীষ্মের দর্শন। সেই দিনতো এরা দুইজন এক সঙ্গেই ছিলেন, তাই বলা হল স ভীষ্মং। অতঃপর অন্তরঙ্গ বলে শ্রীবিদুরের দর্শন। অতঃপর তাঁর সঙ্গে (অক্রূরের) নিজ ভগিনী কুন্তির দর্শন। অতঃপর কুরুকুলবৃদ্ধহেতু শান্তনু ভ্রাতার দর্শন যোগ্য। অতঃপর পাণ্ডব-অন্বেষণে চোখ ঘুরালে তাদের ধনুর্বিদ্যা শিক্ষক দ্রোণাচার্যের দর্শন। অতঃপর তার সহচর বলে কৃপাচার্যের দর্শন। অতঃপর সহপাঠী বলে কর্ণাদি বালক সকলের দর্শন।— তথায় পাণ্ডবদের দিকে পরে দৃষ্টি দিলেন নিজের মধ্যস্ততা খ্যাপন উদ্দেশ্যে, ধর্মোপদেশের জন্য পশ্চাৎ মিলন হেতু। প্রথম 'চ' শব্দ অনুক্ত সমুচ্চয়ে সর্বত্র যোজ্য, দ্বিতীয় 'চ' শব্দ 'অপি' অর্থে —ব্রাহ্মণ হলেও দ্রোণাচার্যের ক্ষত্রিয়ের মধ্যে একাকার করে বলা হেতু এই 'অপি' ও শব্দের প্রয়োগ। পাঠ কোথাও 'স গৌতমং' 'অপরান্' শকুনাদি ॥ জী০ ১-২ ॥

১-২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ ঊনপঞ্চাশত্তমেঽগাদক্রূরো হস্তিনাপুরম্।
ভ্রাতুষ্পুত্রেষু বৈষম্যং রাজ্ঞো জ্ঞাত্বাগমত্ততঃ ॥০॥
পৌরবেন্দ্রাণাং যশোভির্যশোদ্যোতকৈস্তৎকৃতদেবব্রাহ্মণায়তনাদিভিরঙ্কিতম্। আম্বিকেয়ং ধৃতরাষ্ট্রম্। সহপুত্রং সোমদত্তসহিতং ভারদ্বাজং, দ্রোণং, গৌতমং, কৃপম্ ॥ বি০ ১-২ ॥

উবাস কতিচিন্মাসান্ রাজ্ঞো বৃত্তবিবিৎসয়া।
দুষ্প্রজস্যাল্পসারস্য খলচ্ছন্দানুবর্ত্তিনঃ ॥ ৪ ॥

৪। **অন্বয়** ঃ দুষ্প্রজস্য (দুষ্টাঃ 'প্রজাঃ' দুর্যোধনাদয়ঃ পুত্রাঃ যস্য স তস্য) অল্পসারস্য (মন্দ ধৃতেঃ) খলচ্ছন্দানুবর্ত্তিনঃ (খলানাং কর্ণাদীনাং 'ছন্দং' ইচ্ছাং অনুবর্ত্তিতুম্ শীলং যস্য তস্য) রাজ্ঞঃ (ধৃতরাষ্ট্রস্য) বৃত্তবিবিৎসয়া (পাণ্ডববিষয়কং আচরণং জ্ঞাতুমিত্যর্থঃ) কতিচিৎ মাসান্ উবাস (অবসৎ)।

৪। **মূলানুবাদ** ঃ আরও দুর্যোধনাদি দুষ্টপুত্র যার, ধৈর্য যার অতি অল্প, যিনি খল কর্ণাদির ইচ্ছানুবর্তী হয়ে চলে, সেই রাজা ধৃতরাষ্ট্রের পাণ্ডব বিষয়ক আচরণ জানবার জন্য কয়েক মাস তথায় বাস করতে লাগলেন।

১-২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ উনপঞ্চাশ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে—অক্রূর মহাশয়ের হস্তিনাপুর গমন। রাজা ধৃতরাষ্ট্রের ভ্রাতুষ্পুত্রদের উপর বৈষম্য জেনে মথুরা প্রত্যাগমন।

পৌরবশ্রেষ্ঠগণের 'যশোভি' যশোদ্যোতক তৎকৃত দেব-ব্রাহ্মণ মন্দিরাদি দ্বারা অঙ্কিত হস্তিনাপুর। **আম্বিকেয়ং**—ধৃতরাষ্ট্র **সহপুত্রং**—সোমদত্ত সহিত **ভরদ্বাজং**—দ্রোণ, **গৌতমং**—কৃপ ॥ বি॰ ১-২ ॥

৩ **শ্রীজীব বৈ॰ তো॰ টীকা** ঃ যথাবদ্ বৃদ্ধাদীন্ প্রণামদিনা উপসঙ্গম্য স্নেহাধিক্যেন মিলিত্বা সুহৃদাং যাদবানাং বার্ত্তাং কুশলবৃত্তং সম্যক্ যথাবিধ্যাতিথ্যপূর্ব্বকং সস্নেহং পৃষ্টঃ ॥ জী॰ ৩ ॥

৩। **শ্রীজীব বৈ॰ তো॰ টীকানুবাদ** ঃ **যথাবৎ**—বৃদ্ধদিগকে প্রণামাদিপূর্বক **উপসঙ্গম্য**—স্নেহাধিক্যে মিলিত হলে সভাস্থ বন্ধুদের দ্বারা সুহৃদ যাদবদের সংবাদ 'সংস্পৃষ্ট' যথাবিধি আতিথ্য-পূর্বক সস্নেহে জিজ্ঞাসিত হয়ে, [নিজেও উপস্থিত বন্ধুদের কুশল জিজ্ঞাসা করলেন] ॥ জী॰ ৩ ॥

৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ অব্যয়ং কুশলম্ ॥ বি॰ ৩ ॥

৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ **অব্যয়ং**—কুশল ॥ বি॰ ৩ ॥

৪। **শ্রীজীব বৈ॰ তো॰ টীকা** ঃ কতিচিন্মাসানিতি বহুদিনবাসস্তস্য কৌটিল্যাতিশয়ো ব্যঞ্জিতঃ। বৃত্তমেব কারণদ্বারা সূচয়তি—দুষ্প্রজস্যেতি ॥ জী॰ ৪ ॥

৪। **শ্রীজীব বৈ॰ তো॰ টীকানুবাদ** ঃ অক্রূর 'কতিচিন্মাসান্' কয়েকমাস হস্তিনাপুরে বাস করলেন, এই বহুদিন বাসে তাঁর কৌটিল্য-আতিশয্য বঞ্চিত। কারণের উল্লেখে বৃত্ত—আচরণ প্রকাশ করা হচ্ছে, দুষ্টমন্দবুদ্ধি দুর্যোধন যার পুত্র সেই ধৃতরাষ্ট্রের আচরণ আর কি ভাল হতে পারে? ॥ জী॰ ৪ ॥

তেজ ওজো বলং বীর্য্যং প্রশ্রয়াদীংশ্চ সদ্‌গুণান্ ।
প্রজানুরাগং পার্থেষু ন সহদ্ভিশ্চিকীর্ষিতম্ ॥ ৫ ॥

কৃতঞ্চ ধার্ত্তরাষ্ট্রৈর্যদ্‌গরদানাদ্যপেশলম্ ।
আচখ্যৌ সর্ব্বমেবাস্মৈ পৃথা বিদুর এব চ ॥ ৬ ॥

৫-৬। **অন্বয়** ঃ পৃথা (কুন্তি) বিদুর এবচ অস্মৈ (শ্রীঅক্রূরায়) [পাণ্ডবানাং] তেজঃ ওজঃ (শাস্ত্রাদি নৈপুণ্যং) বলং বীর্যং প্রশ্রয়াদীন্ (বিনয়-লজ্জা-ধৈর্যাদীন্) সদ্‌গুণান্ চ পার্থেষু (পাণ্ডব বিষয়ে) প্রজানুরাগং ন সহদ্ভিঃ (অসহমানৈঃ) ধার্ত্তরাষ্ট্রৈঃ (দুর্যোধনাদিভিঃ) কৃতং গরদানাদ্যপেশলং (বিষপ্রদানাদি 'অপেশলং' কঠিনং দুষ্টং কর্ম) [যচ্চ] চিকির্ষিতং (পশ্চাৎ কর্তুং ইষ্টং তথা) সর্বং এব চ অচক্ষৌ (উক্তবান্) ।

৫-৬। **মূলানুবাদ** ঃ শ্রীকুন্তিদেবী ও শ্রীবিদুর অক্রূরের নিকট পাণ্ডবগণের তেজ শাস্ত্রাদি নিপুণতা, বল-বীর্য ও বিনয়-লজ্জা-ধৈর্যাদি সদ্‌গুণরাশি এবং পাণ্ডব বিষয়ে প্রজানুরাগ অসহমান দুর্যোধনাদি দ্বারা কৃত বিষপ্রদানাদি কঠিন দুষ্টকর্ম যা পরে করতে ইচ্ছুক, সে সব কিছুই বললেন।

৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ খলানাং কর্ণাদীনাং ছন্দমিচ্ছামনুবর্তিতুং শীলং যস্য তথা তস্য ॥ বি॰ ৪ ॥

৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ খলচ্ছন্দানুবর্ত্তিনঃ—খলকর্ণাদির ইচ্ছা অনুসরণ করার উপযুক্ত স্বভাবী (ধৃতরাষ্ট্রের) ॥ বি॰ ৪ ॥

৫-৬। **শ্রীজীব বৈ॰ তো॰ টীকা** ঃ তেজ ইতি যুগ্মকম্ । আদিশব্দাল্লজ্জা ধৈর্যাদয়ঃ, গরস্য দানং শ্রীভীমায়, আদিশব্দাজ্জলনিক্ষেপাদি, কৃতং চিকীর্ষিতন্তু লাক্ষাগৃহাদি। কিমুত পৃথা, যতঃ পিতৃব্যত্বেন উভয়ত্র সমো বিদুর এব চ, সোঽপীত্যর্থঃ। অন্যত্রৈঃ। তত্র তেজ ওজ ইত্যাদিকমিতি সর্ব্বমিত্যস্যৈব ব্যাখ্যা ॥ জী॰ ৫-৬ ॥

৫-৬। **শ্রীজীব বৈ॰ তো॰ টীকানুবাদ** ঃ 'তেজ ইতি' এই দুটি শ্লোক একসঙ্গে ব্যাখ্যা করণীয়। প্রশ্রয়াদি—(বিনয়-আদি) এই 'আদি' শব্দে লজ্জা ধৈর্য্যাদি কৃতংগরদানাদি—শ্রীভীমকে 'গর' বিষ দেওয়া হয়েছিল মারবার জন্য। 'আদি' শব্দে জলে নিক্ষেপ ইত্যাদি। চিকির্ষিতং—যা পরে করতে ইচ্ছা পোষণ করছে, তা হল লাক্ষাগৃহাদিতে পাণ্ডবদের পুড়ে মারা। পৃথা ইতি—কুন্তিদেবীর কথা আর বলবার কি আছে, কুরুপাণ্ডব উভয় পক্ষেরই পিতৃব্যরূপে সম হলেও বিদুর এবচ—বিদুরও বলতে লাগলেন : [শ্রীধর—তেজ ওজ ইত্যাদি সর্বং কথয়ামাস

পৃথা তু ভ্রাতরং প্রাপ্তমক্রূরমুপসৃত্য তম্ ।
উবাচ জন্ম-নিলয়ং স্মরন্ত্যশ্রুকলেক্ষণা ॥ ৭ ॥

৭। **অন্বয়** ঃ পৃথাতু [অন্যতো বিশেষাৎ 'তু' শব্দ] প্রাপ্তং (স্বগৃহে সমাগতং) তং (শ্রীভগবদ্ভক্তত্বেন খ্যাতং) ভ্রাতরং অক্রূরং উপসৃত্য (সমুপেত্য) জন্মনিলয়ং (জন্ম-ভবনং) স্মরন্তী অশ্রুকলেক্ষণা (অশ্রূনি 'কলয়তঃ' নিরন্তর মুঞ্চতঃ ইতি অশ্রুকলে ঈক্ষণে যস্যাঃ সা) উবাচ ।

৭। **মূলানুবাদ** ঃ শ্রীকুন্তিদেবীর শ্রীভগবৎ ভক্তি বিশেষ থাকায় তাঁর অতীত কথা বিস্তারিতভাবে বলা হচ্ছে—স্বগৃহে সমাগত, শ্রীভগবৎভক্তরূপে বিখ্যাত ভাই অক্রূরকে নিকটে প্রাপ্ত হয়ে জন্মভূমি স্মরণ করতে করতে অশ্রুকলানয়নী কুন্তিদেবী বলতে লাগলেন ।

অর্থাৎ তেজ-ওজ-বল-বীর্য্য প্রশ্রয়াদি 'সর্বং' সবকিছু বললেন।] এখানে ব্যাখ্যা করণীয় এরূপ, যথা—তেজ-ওজ ইত্যাদিকম্ ইতি অর্থাৎ পাণ্ডবদের তেজ-ওজ-বল-বীর্য প্রশ্রয়াদি সদ্‌গুণ, দুর্যোধনাদির দ্বারা ভীমকে বিষদান (যা তখনও কল্পনায় রয়েছে) 'সর্ব' এসব কিছু বললেন।] ॥ জী॰ ৫-৬ ॥

৫-৬। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ তেজঃ প্রভাবঃ ওজঃ শাস্ত্রাদিনৈপুণ্যম্, বীর্য্যং শৌর্য্যং অপেশলমন্যায্যম্ ॥ বি॰ ৫-৬ ॥

৫-৬। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ তেজঃ— প্রভাব। ওজঃ— শাস্ত্রাদি নৈপুণ্য। বীর্য্যং— শৌর্য্য। অপেশলম্—অন্যায্য ॥ বি॰ ৫-৬ ॥

৭। **শ্রীজীব বৈ॰ তো॰ টীকা** ঃ শ্রীভগবদ্ভক্তিবিশেষেণ কুন্ত্যা বৃত্তং বিচার্য্যাহ— পৃথেতি। অতএবান্যতো বিশেষাত্তু-শব্দঃ। প্রাপ্তং স্বগৃহে সমাগতং সন্তং তং শ্রীভগবদ্ভক্তবরত্বেন খ্যাতম্। অশ্রূণি কলয়তঃ, নিরন্তরং মুঞ্চত ইত্যশ্রুকলে ঈক্ষণে যস্যাঃ সা ॥ জী॰ ৭ ॥

৭। **শ্রীজীব বৈ তো টীকানুবাদ** ঃ কুন্তিদেবীর শ্রীভগবৎ ভক্তি বিশেষ থাকায় তাঁর অতীত কথা বিস্তার করে বলা হচ্ছে 'পৃথা ইতি'। অতএব অন্যের থেকে বিশেষ হেতু 'তু' শব্দ। প্রাপ্তং— স্বগৃহে সমাগত হলে তম্—শ্রীভগবৎ ভক্তরূপে খ্যাত অক্রূরকে অশ্রুকলেক্ষণা— অবিরল অশ্রুঝরা-নয়নী পৃথা (বলতে লাগলেন) ॥ জী॰ ৭ ॥

৭। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ তৎকথনাৎ পূর্ব্বতরং পৃথাবৃত্তামাহ,— পৃথেতি ॥ বি॰ ৭ ॥

৭। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ কুন্তিদেবী যে সময় পাণ্ডবদের তেজাদি বললেন, তার পূর্বেই কুন্তিদেবীর যে বৃত্তান্ত শ্রীশুক মুখে কথিত হয়েছে, তাই এখানে বর্ণিত হচ্ছে পৃথা ইতি শ্লোক সমূহে ॥ বি॰ ৭ ॥

অপি স্মরন্তি নঃ সৌম্য পিতরৌ ভ্রাতরশ্চ মে।
ভগিন্যো ভ্রাতৃপুত্রাশ্চ জাময়ঃ সখ্য এব চ ॥ ৮ ॥

ভ্রাত্রেয়ো ভগবান্ কৃষ্ণঃ শরণ্যো ভক্তবৎসলঃ।
পৈতৃষ্বস্রেয়ান্ স্মরতি রামশ্চাম্বুরুহেক্ষণঃ ॥ ৯ ॥

৮। **অন্বয়** ঃ সৌম্য (হে শান্তপ্রকৃতে!) মে (মম) পিতরৌ (পিতা চ মাতা চ) ভ্রাতরশ্চ ভগিন্যো ভ্রাতৃপুত্রাশ্চ জাময়ঃ (কুলস্ত্রিয়ঃ) সখ্য এব চ স্মরন্তি অপি (মাং স্মরন্তি কিং)।

৯। **অন্বয়** ঃ ভ্রাত্রেয়ঃ (ভ্রাতুঃ বসুদেবস্য পুত্রং) শরণ্যঃ ভক্তবৎসলঃ ভগবান্ অম্বুরুহেক্ষণঃ (কমললোচনঃ) কৃষ্ণঃ রামশ্চ পৈতৃষ্বস্রেয়ান্ (পিতৃষ্বসুঃ পিতৃভগিন্যাঃ মম অপত্যান যুধিষ্ঠিরাদীন্) [স্মরতি [কিং ইতি শেষঃ]]।

৮। **মূলানুবাদ** ঃ হে শান্ত প্রকৃতে! আমার পিতা মাতা (শূর ও তৎপত্নী) বসুদেবাদি ভাইরা, ভ্রাতুষ্পুত্র রামকৃষ্ণাদি, শ্রীদেবকী প্রভৃতি কুলস্ত্রীগণ, সখীগণ, এবং সমস্বভাবা অন্য সকলে আমাদিকে স্মরণ করে কি?

৯। **মূলানুবাদ** ঃ তৎ বিষয়ে পুনরায় বিশেষভাবে জিজ্ঞাসা করছেন—

আমার ভাই বসুদেবের পুত্র, শরণ্য-ভক্তবৎসল ভগবান্ কমললোচন কৃষ্ণরাম পিসতুতো ভাই আমার পুত্র যুধিষ্ঠিরাদিকে স্মরণ করে কি?

৮। **শ্রীজীব বৈ॰ তো॰ টীকা** ঃ নোঽস্মানিতি পুত্রাদ্যপেক্ষয়া। সৌম্য, হে শান্তপ্রকৃতে ইতি ভবাদৃশাং বন্ধুবাৎসল্যসাধুত্বাদিতি ভাবঃ। পিতরৌ শূর-তৎপত্ন্যৌ, জাময়ঃ শ্রীদেবক্যাদয়ঃ সখ্যঃ, সমশীলা অন্যাঃ ॥ জী॰ ৮ ॥

৮। **শ্রীজীব বৈ॰ তো॰ টীকানুবাদ** ঃ নঃ—আমাদিগকে। —পুত্রাদি অপেক্ষায় বহুবচন। সৌম্য—হে শান্ত প্রকৃতে! বন্ধুবাৎসল্য ও সাধুতা হেতু তোমার মতো শান্ত প্রকৃতি পিতামাতা প্রভৃতি। পিতরৌ—শূর ও তাঁর পত্নী। জাময়ঃ—শ্রীদেবকী প্রভৃতি সখ্যঃ—সখীগণ। চ—সমস্বভাবা অন্য সকলে ॥ জী॰ ৮ ॥

৯। **শ্রীজীব বৈ॰ তো॰ টীকা** ঃ তত্রৈব বিশেষতঃ পুনঃ পৃচ্ছতি—ভ্রাত্রেয় ইতি। তাদৃশ-প্রশ্নে নিজযোগ্যতোক্তা। ন চাসৌ মম ভ্রাত্রেয়োঽন্য-সাধারণঃ, কিন্তু ভগবান্ তত্র শরণ্যঃ, রক্ষিতৃবাচকেন শরণ-শব্দেনাত্র তদ্ধর্ম্মো লক্ষ্যতে, ততশ্চ তত্র সাধুরিত্যর্থঃ। 'সর্ব্বাত্মনা যঃ শরণং

সপত্নমধ্যে শোচন্তীং বৃকাণাং হরিণীমিব।
সান্ত্বয়িষ্যতি মাং বাক্যৈঃ পিতৃহীনাংশ্চ বালকান্ ॥ ১০ ॥

১*। **অন্বয়** ঃ বৃকানাং [মধ্যে] হরিণীমিব সপত্নমধ্যে (শত্রুমধ্যে) শোচন্তীং মাং পিতৃহীনান্ বালকান্ চ বাক্যৈঃ (প্রিয়বচনৈঃ পূর্ববৎবচনশুশ্রূষয়া) সান্ত্বয়িষ্যতি (কিং ইতি শেষঃ)।

১০। **মূলানুবাদ** ঃ যদি বল, স্মরণ করেন বলেই তো আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন, এরূপ কথার আশঙ্কায় বলছেন—

ব্যাঘ্রগণের মধ্যে হরিণীর ন্যায় শত্রুগণের মধ্যে শোকাকুল আমাকে ও পিতৃহীন বালক যুধিষ্ঠিরাদিকে প্রিয় বচনে সান্ত্বনা দিবেন কি ?

শরণ্যং গতো মুকুন্দম্' (শ্রীভা॰ ১১-৫-৪১) ইতিবৎ। তত্র প্রবৃত্তৌ হেতুঃ—ভক্তবৎসলঃ, অতএব সম্ভাবয়ামীত্যাহ—স্মরতি, কিমিতি শেষঃ। 'পৈতৃষ্বস্রেয়ান্' ইতি স্নেহবিশেষপাত্রত্বেন স্মরণীয়বিশেষতাং বোধয়তি, অম্বুরুহেক্ষণ ইতি পরমসৌন্দর্য্যম্। এবং দিদৃক্ষয়া তস্মিন্ নিজসহজবাৎসল্যমপি ততঃ করিষ্যমাণা নিজরক্ষাপ্রার্থনাপি তদ্বিলাস এব জ্ঞেয়ঃ, ন তু কামনামাত্রেণ—'বিপদঃ সন্তু তাঃ শশ্বৎ' (শ্রীভা॰ ১-৮-২৫) ইত্যাদ্যুক্তেঃ। বিশেষণান্যেতানি দ্বয়োরেব যোগ্যত্বাদ্রামস্য পশ্চান্নির্দ্দেশঃ, তদনুগত্যৈব তদ্ভাবাৎ ॥ জী॰ ৯ ॥

৯। **শ্রীজীব বৈ॰ তো॰ টীকানুবাদ** ঃ তৎ বিষয়ে পুনরায় বিশেষভাবে জিজ্ঞাসা করছেন, ভ্রাত্রেয় ইতি। তাদৃশ প্রশ্ন বিষয়ে নিজযোগ্যতা বলা হয়েছে। ভ্রাত্রেয়ো আমার সেই ভ্রাতুষ্পুত্র অন্য সাধারণের তুল্যও নয়, কিন্তু সে ভগবান্, এর মধ্যেও আবার রক্ষাকর্তা। 'রক্ষাকর্তা' বাচক 'শরণো' শব্দে সেই ভ্রাতুষ্পুত্রের 'ধর্ম' লক্ষিত হচ্ছে। অতঃপর তা হলে তাদৃশ প্রশ্ন সাধু, এই উক্তিবৎ, যথা—"যিনি অহংভাব পরিত্যাগ পূর্বক সর্বতোভাবে পরম শরণীয় শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হন তিনি দেবাদি কারও না কিঙ্কর হন, না ঋণী হন।" (ভা॰ ১১-৫-৪১)। এই জিজ্ঞাসা বিষয়ে প্রবৃত্তির হেতু সে ভক্তবৎসল, অতএব সে সম্ভব আমাদের স্মরণ করে তাই জিজ্ঞাসা করছি, স্মরণ করে কি ? পৈতৃষ্বস্রেয়ান্—'পিসতুতো ভাই' এই পদে স্নেহ বিশেষ পাত্ররূপে স্মরণীয়-বিশেষতা বোঝানো হল। অম্বুরুহেক্ষণ—কমললোচন এই পদে কৃষ্ণের পরম সৌন্দর্য বুঝানো হল।— এই পদে কৃষ্ণকে দেখবার ইচ্ছা প্রকাশ, তাতে কুন্তিদেবীর নিজ সহজ বাৎসল্য, অতঃপর পরে যে নিবেদন করবেন, সেই নিজরক্ষা প্রার্থনাও তার আনন্দই বটে, এরূপ বুঝতে হবে, কেবল যে কামনামাত্রই, তা নয়—শ্রীকুন্তিদেবী প্রার্থনা করছেন—'হে কৃষ্ণ, আমার সেই সমস্ত বিপদ সমূহ যেন বারবার উপস্থিত হয়, কারণ বিপদ এলেই তোমার দুর্লভ দর্শন লাভ হয়।' (শ্রীভা॰ ১-৮-২৬) ইত্যাদি উক্তি হেতু। কৃষ্ণেতে যে সব বিশেষণ দেওয়া উহাতে দুজনেরই যোগ্যতা থাকলেও বলরামের পশ্চাৎ নির্দেশ বলরামের কৃষ্ণানুগতি, তদ্ভাব হেতু ॥ জী॰ ৯ ॥

কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাযোগিন্ বিশ্বাত্মন্ বিশ্বভাবন।
প্রপন্নাং পাহি গোবিন্দ শিশুভিশ্চাবসীদতীম্ ॥ ১১ ॥

১১। **অন্বয়** ঃ [হে] কৃষ্ণ কৃষ্ণ! [হে] মহাযোগিন্! [হে] বিশ্বাত্মন্! (সর্বান্তর্যামিন্) [হে] বিশ্বভাবন্! (বিশ্বপালক) [হে] গোবিন্দ! শিশুভিঃ (স্বপুত্রৈঃ সহ) চ অবসীদতীং (ক্লিশ্যন্তীং) প্রপন্নাং (শরণাগতাং মাং) পাহি (রক্ষ)।

১১। **মূলানুবাদ** ঃ মথুরাদি দূরদেশে থাকলেও সেখান থেকেই আমাদের প্রাণ রক্ষা করবে! কৃষ্ণের এইরূপ পরম সামর্থ্য নিরূপনকারিণী পরমার্তা বাক্পটু কুন্তিদেবী যেন সাক্ষাৎই তাঁকেই সম্বোধন করত তিনটি শ্লোকে সকরুণভাবে হস্তিনাপুর আগমন-ক্ষণের আগের আপৎরক্ষা প্রার্থনা করতে লাগলেন।—

হে কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! মহাযোগিন্! হে সর্বান্তর্যামিন্! হে বিশ্বপালক! হে গোবিন্দ! যুধিষ্ঠিরাদি বালকদের সহিত নিরন্তর শত্রুসঙ্কটে দুঃখপ্রাপ্তা, শরণাগতা আমাকে রক্ষা করুন।

৮-৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ জাময়ঃ কুলস্ত্রিয়ঃ ॥ বিং ৮-৯ ॥

৮-৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ জাময়ঃ—কুলস্ত্রী সকল ॥ বিং ৮-৯ ॥

১০। **শ্রীজীব বৈং তোং টীকা** ঃ নন্থু স্মরন্নেব মামত্র প্রাহিণোদিত্যাশঙ্ক্যাহ—সপত্নেতি। অনেনাত্মনঃ পরমার্ত্তত্বং ব্যঞ্জিতম্। বাক্যৈঃ প্রিয়বচনৈঃ পূর্ব্ববত্তদ্বচনশুশ্রূষয়া ॥ জীং ১০ ॥

১০। **শ্রীজীব বৈং তোং টীকানুবাদ** ঃ যদি বল, স্মরণ করেই তো আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন, এরূপ কথার আশঙ্কায় বলছেন—

'শত্রুমধ্যে' এই বাক্যে কুন্তিদেবীর নিজের পরম আর্ততা ব্যঞ্জিত হল। বাক্যৈঃ—প্রিয় বচনে (সান্ত্বনা দিবেন কি?) শ্রীকুন্তির এরূপ উক্তি পূর্ববৎ তাঁর বচন শুনবার ইচ্ছায়। [অতঃপর অক্রূরের সম্মতি দেখে শ্রীকুন্তিদেবীর গূঢ়ভাব, অহো কবে মুদ্রাবিশেষ উদয়ে ও মধুর গম্ভীর স্বরে বিলসৎ-বচনামৃতে উজ্জ্বল শ্রীমুখ সাক্ষাৎ দেখব।—শ্রীসনাতন] ॥ জীং ১০ ॥

১০। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ বৃকাণামিত্যনন্তরং মধ্যে ইত্যধ্যাহার্য্যম্ ॥ ১০ ॥

১০। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ 'বৃকাণাম্' বাক্যের পর 'মধ্যে' বাক্যটি ধরে নিয়ে অর্থ করণীয় ॥ বিং ১০ ॥

১১। **শ্রীজীব বৈং তোং টীকা** ঃ নন্থু তত্রত্যেষু স্বেষু নিজকৃত্যং সমাধায়া-চিরাদত্রাগতঃ; সান্ত্বয়িষ্যত্যেবেতি চেৎ, অন্তরা যাবৎ তদ্দর্শনামৃতং লভেমহি, তাবত্তত্র স্থিতোঽপ্যসাবস্মাকং প্রাণরক্ষাং

কুর্য্যাদিতি পরমসামর্থ্যং নিরূপয়ন্তী পরমার্ত্যা সাক্ষাদিব তমেব সম্বোধ্য ত্রিভিঃ সকরুণং বদন্তী প্রাগুপ-সন্নাপদ্রক্ষ্যং প্রার্থয়তে—কৃষ্ণেতি। পূর্ব্বং মুখ্যনাম্না সম্বোধনম্; তত্র বীপ্সা চ ঝটিত্যাভিমুখ্যায়। তত্র তাদৃশ-সামর্থ্যব্যঞ্জকং সম্বোধনং মহাযোগিন্, হে পরমোপায় যুক্তেতি। ন চ ত্বয়ি বিজ্ঞাপনাপেক্ষাস্তি, সর্ব্বজ্ঞানাদি-প্রবর্ত্তকত্বাদিত্যাহ—বিশ্বাত্মন্নিতি। ন চ জ্ঞাত্বাপি কথঞ্চিদুদাস্সে, জগৎপালকত্বাদিত্যাহ—বিশ্বভাবনেতি। তত্র চ প্রপন্নবাৎসল্যং দর্শয়তি—গোবিন্দ, হে গোবর্দ্ধনোদ্ধারণ, প্রকাশিত-তন্নামন্নিতি। ন চ তত্র বিলম্বঃ কার্য্য ইত্যাহ—শিশুভিঃ সহ শত্রুসঙ্কটে নিরন্তরং দুঃখং প্রাপ্নুবন্তীঞ্চেতি ॥ জী০ ১১ ॥

১১। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ ঃ** যদি বল, তথাকার নিজ জনদের সম্বন্ধে নিজকৃত্য সমাধান করে অচিরেই এখানে এই এসে গেলেন বলে, সান্ত্বনাও দান করবেন,— এরই উত্তরে, এর ভিতরে যাবৎ তদ্দর্শনামৃত লাভ করছি, তাবৎ তথায় থাকলেও সে আমাদের প্রাণরক্ষা করবে নিশ্চয়ই, এরূপে কৃষ্ণের পরম সামর্থ নিরূপণকারিণী পরমার্তা কুন্তিদেবী যেন সাক্ষাৎই তাঁকেই সম্বোধন করত তিনটি শ্লোকে সকরুণভাবে বলতে গিয়ে তার আসার আগের আপৎরক্ষা প্রার্থনা করছেন—

কৃষ্ণ ইতি—প্রথমে মুখ্য নামে সম্বোধন, তথায় আবার আনন্দে ত্বরা ঝটিতি নিকটবর্তী করণের জন্য। এ বিষয়ে তাদৃশ সামর্থ্যব্যঞ্জক সম্বোধন **মহাযোগিন্**—হে পরমোপায়যুক্ত। তাঁর কাছে বিজ্ঞাপনের অপেক্ষাও নেই, সর্বজ্ঞানাদি প্রবর্তক হওয়া হেতু, এই আশয়ে বলা হচ্ছে, **বিশ্বাত্মন্ ইতি**—[সর্বান্তর্যামী, তাই আমার হৃদয়ে অবস্থিত থাকায় আমার প্রার্থনা শুনতে পান, এরূপ ভাব।—শ্রীবলদেব।] এরূপও নন যে শুনেও বিন্দুমাত্রও উদাসীন হয়ে থাকেন, জগৎপালক হওয়া হেতু, তাই বলা হচ্ছে, **বিশ্বভাবন**—এর মধ্যেও আবার 'প্রপন্নাং' শরণাগত জনের প্রতি বাৎসল্য দেখান হচ্ছে, **গোবিন্দ**—হে গোবর্ধন-উদ্ধারণ—এই লীলাদ্বারাই প্রকাশিত 'গোবিন্দ নাম'। **শিশু-ভিশ্চাবসীদতীম্**—তথায় বিলম্ব করাও উচিত হবে না, এই আশয়ে জানানো হচ্ছে, শিশুদের সহ শত্রুসঙ্কটে নিরন্তর দুঃখ পাচ্ছি ॥ জী০ ১১ ॥

১১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** মহাযোগিন্নিতি। মথুরায়াং স্থিতোঽপি মমৈতাং খেদোক্তিং শৃণ্বিতি ভাবঃ। কিঞ্চ, বিশ্বাত্মন্নিতি। মম হৃদ্যপি ত্বং স্থিতঃ শৃণোষ্যেবেতি ভাবঃ। বিশ্বভাবনেতি, বিশ্বমপি ত্বং পালয়সি মৎ পালনং তে কোঽতিভার ইতি ভাবঃ। হে গোবিন্দ, মম নেত্রগোচরীভব ত্বামহং দৃশ্যাসমিতি ভাবঃ ॥ বি০ ১১ ॥

১১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** **মহাযোগিন্ ইতি**—হে মহাযোগিন! এ শব্দটি প্রয়োগের তাৎপর্য—হে কৃষ্ণ তুমি মথুরায় থাকলেও আমার এই খেদ-উক্তি শোন আরও, **বিশ্বাত্মন্ ইতি**—আমার হৃদয়েও তুমি আছ, কাজেই শুনতে তো পাচ্ছই, এরূপ ভাব। **বিশ্বভাবন ইতি**—বিশ্বই তুমি পালন কর আমাকে পালন করা আর অতিভার কি?, এরূপ ভাব। **হে গোবিন্দ!**—

নান্যং তব পদাম্ভোজাৎ পশ্যামি শরণং নৃণাম্ ।
বিভ্যতাং মৃত্যুসংসারাদীশ্বরস্যাপবর্গিকাৎ ।। ১২ ।।

১২। **অন্বয়** : মৃত্যু সংসারাৎ (মৃত্যুবৎ ভয় হেতোঃ সংসারাৎ) বিভ্যতাং (ভয়শীলানাং) নৃণাং অপবর্গিকাৎ (মোক্ষপ্রদাৎ) ঈশ্বরস্য তব পদাম্ভোজাৎ অন্য শরণং ন পশ্যামি।

১২। **মূলানুবাদ** : আপৎ-উদ্ধারের জন্য অন্য কিছু প্রার্থনার প্রয়োজন নেই, কারণ সর্ব-দুঃখমূল সংসার থেকে সকলেরই নিস্তারক তোমার চরণ, ইহাই আমার নিশ্চয় এই আশয়ে বলা হচ্ছে—

হে দেব, মৃত্যুর ন্যায় ভয়প্রদ সংসার থেকে ভীত জীবের ঈশ্বর তোমার চরণকমল থেকে ব্রহ্মজ্ঞানাদি অন্য কিছুই শরণীয় দেখছি না।

['গো' শব্দে ইন্দ্রিয়] আমার নেত্রগোচরী হও তোমাকে আমি তোমাকে দেখতে চাই, এরূপ ভাব ॥ বি॰ ১১ ॥

১২। **শ্রীজীব বৈ০ তো॰ টীকা** : ন চৈতদর্থমন্যঃ প্রার্থনীয়ঃ, যতঃ সর্ব্বদুঃখমূলাৎ সংসারাদপি সর্ব্বেষামপি ত্বচ্চরণমেব নিস্তারকমিতি মম নিশ্চয় ইত্যাহ—নেতি। অন্যব্রহ্মজ্ঞানাদপি 'যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ' (শ্রীভা॰ ১০-২-৩২) ইত্যাদ্যুক্তেঃ নৃণাং জীবানাং মৃত্যুসংসারাৎ অনাদিমৃত্যুপরম্পরা প্রাপ্তেঃ। নান্যৎ পশ্যামীত্যত্র হেতুমাহ—ঈশ্বরস্যেতি। 'মদীয়ং মহিমানঞ্চ পরং ব্রহ্মেতি শব্দিতম্। বেৎস্যস্যনুগৃহীতং মে সংপ্রশ্নৈর্বিবৃতং হৃদি।' ইত্যষ্টমস্কন্ধস্থশ্রীমৎস্যদেববচনানুসারেণ (শ্রীভা॰ ২৪ ৩৮), 'যো মামব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে। স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ।।', 'ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্' ইত্যাদি শ্রীমদ্ভগবদগীতানুসারেণ (১৪-২৬-২৭) চ প্রসিদ্ধমহৈশ্বর্য্যস্যেত্যর্থঃ। অতএবাপবর্গিকাৎ তচ্চ তৈর্ব্যাখ্যাতম্। যদ্বা, ঈশ্বরস্য মহাদেবস্যাপি বৃকাসুরাদিভববিবিধভয়তো মোক্ষপ্রদাৎ। ॥ জী॰ ১২ ॥

১২। **শ্রীজীব বৈ॰ তো॰ টীকানুবাদ** : এই প্রয়োজনে অন্যকিছু প্রার্থনার প্রয়োজন নেই, কারণ সর্বদুঃখমূল সংসার থেকে সকলেরই নিস্তারক তোমার চরণ, ইহাই আমার নিশ্চয়, এই আশয়ে বলা হচ্ছে 'নান্যৎ ইতি'। এখানে 'অন্যৎ' ব্রহ্মজ্ঞান প্রার্থনারও প্রয়োজন নেই, কারণ (শ্রীভা॰ ১০-২-৩২) শ্লোকে দেখান হয়েছে, যথা 'জ্ঞানিগণ জীবনমুক্ত দশায় আরোহণ করলেও ঐ দশা থেকে অধঃপতিত হয় আপনার চরণকমলের অনাদর হেতু।" নৃণাংমৃত্যু—জীবের মৃত্যু, সংসারাৎ—অনাদি মৃত্যু পরম্পরা প্রাপ্তি হেতু। নান্যৎ পশ্যামি—অন্য সারণীয় দেখছি না—এ বিষয়ে হেতু বলা হচ্ছে—ঈশ্বরস্য ইতি—"মদীয় মহিমানঞ্চ ইতি"—(শ্রীভা॰ ৮-২৪-৩৮) অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপ মদীয় হওয়া হেতু আমি ইহা দিতে সমর্থ, এর জন্য তোমার পৃথক্ জ্ঞানাদি প্রয়াসের প্রয়োজন নেই। কি করে দিবে ? এরই উত্তরে—তোমার দ্বারা কৃত সংপ্রশ্নের প্রত্যুত্তরে তোমার হৃদয়ে প্রকাশ

নমঃ কৃষ্ণায় শুদ্ধায় ব্রহ্মণে পরমাত্মনে।
যোগেশ্বরায় যোগায় ত্বামহং শরণং গতা ॥ ১৩ ॥

১৩। **অন্বয় ঃ** শুদ্ধায় (ধর্মাত্মনে) ব্রহ্মণে (সর্বজ্ঞাদি গুণকায়) পরমাত্মনে যোগেশ্বরায় (নিজ তথা তথাবির্ভাবানুভবোপায়দাত্রে) যোগায় (স্বপ্রাপ্ত্যুপায়স্বরূপায়) কৃষ্ণায় (সাক্ষাৎ পরমেশ্বরায় নিজাশেষৈশ্বর্য্যপ্রকটনপরায়) নমঃ, অহং ত্বাং শরণং গতা।

১৩। **মূলানুবাদ ঃ** নিজের অভীষ্টযোগ্য শ্রীকৃষ্ণকেই প্রণাম করত শরণাগত হচ্ছেন—ধর্মাত্ম, সর্বজ্ঞাদি গুণক, নিজের তথা তথা আবির্ভাবের অনুভব-উপায় দাতা এবং স্বপ্রাপ্তি-উপায় স্বরূপ স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণকে প্রণাম, আমি তোমার শরণাগত হলাম!

করত অনির্দিশ্য হলেও বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়ে থাকি। —ব্রহ্মস্বরূপ গ্রহণের জন্য কোনও অনির্বচনী স্বসামর্থ তোমাকে কৃপা করে দিয়ে থাকি আরও "যোমাং অকাভিচারেণ ইত্যাদি" অর্থাৎ যিনি আমাকে ঐকান্তিক ভক্তিযোগ সহকারে ভজনা করেন, তিনি এই গুণসমূহকে অতিক্রম করে ব্রহ্মভাবের অর্থাৎ মোক্ষের অধিকারী হয়ে থাকেন।"—আরও "ব্রহ্মণে হি ইতি" অর্থাৎ কারণ আমিই ব্রহ্মের প্রতিমা-স্বরূপ এবং আমিই অব্যয়রূপ মোক্ষের, নিত্য ধর্মের এবং অখণ্ডিত ধর্মের আশ্রয়স্বরূপ।"—(গীতা ১৪-২৬-২৭)—ইত্যাদি অনুসারে মহা ঐশ্বর্যশালী আপনার চরণকমল ছাড়া ব্রহ্মজ্ঞানাদি অপর কিছুই শরণীয় দেখছি না। অতএব [স্বামীপাদ—অপবর্গিকাৎ— মোক্ষপ্রদ চরণকমল ছাড়া অন্য]। অথবা ঈশ্বরস্য—বৃকাসুরাদি থেকে জাত বিবিধ ভয় থেকে মহাদেবেরও অপবর্গিকাৎ —মুক্তিপ্রদ তোমার চরণকমল ছাড়া (অন্য শরণীয় দেখছি না) ॥ জী° ১২ ॥

১২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** আপবর্গিকাৎ অপবর্গদানার্হাৎ ॥ বি° ১২ ॥

১২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** অপবর্গিকাৎ—মোক্ষদান যোগ্য (পাদপদ্ম থেকে) ॥ বি° ১২ ॥

১৩। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ** নিজাভীষ্টযোগ্যমেব তং নিশ্চিত্য প্রণমন্তী শরণং যাতি—নম ইতি। শুদ্ধায়েতি ধর্ম্মাত্মতয়াঽবশ্যং শরণাগত রক্ষাভিপ্রেতো। 'ব্রহ্মন্' ইত্যাদি-পদদ্বয়েন তত্র চ সদা সর্বত্র সর্ব্বরক্ষা যোগ্যতা যোগেশ্বরায়েতি তদর্থং স্বতঃ সর্বার্থপূর্ণতা, যোগায়েতি চান্যতো জ্ঞানানপেক্ষা, যদ্বা কৃষ্ণায় স্বয়ং-ভগবতে পরিপূর্ণভক্তীনাং পরিপূর্ণৈশ্বর্য্যাদিযুক্তায়েত্যর্থঃ; ব্রহ্মণে নির্ব্বিশেষজ্ঞানিনাম-পরিচ্ছিন্নতত্ত্বজ্ঞানমাত্ররূপায়, পরমাত্মনে অন্তর্যামিত্বমাত্রৈশ্বর্য্যজ্ঞানিনাং তদ্রূপায় ত্রিষ্বপি বিশেষণম্, শুদ্ধায় মায়াস্পর্শরহিতায়, যোগেশ্বরায় নিজতথাতথাবির্ভাবানুভবোপায়দাত্রে, শক্তিশক্তিমতোরভেদাংশেন স্বয়ং তত্তদ্রূপায় চ তুভ্যমিতি শেষঃ। অতো নাসাধ্যং তব কিঞ্চিদিতি ভাবঃ। অতস্ত্বামিত্যাদি ॥ জী° ১৩ ॥

শ্রীশুক উবাচ।

ইত্যনুস্মৃত্য স্বজনং কৃষ্ণঞ্চ জগদীশ্বরম্।
প্রারুদদ্দুঃখিতা রাজন্ ভবতাং প্রপিতামহী ॥ ১৪ ॥

১৪। **অন্বয়** ঃ শ্রীশুকঃ উবাচ। [হে] রাজন্ ইতি (এবং প্রকারেণ) স্বজনং (পিত্রাদি বন্ধুবর্গং) [তথা] জগদীশ্বরং কৃষ্ণং চ অনুস্মৃত্য (বারং বারং স্মৃত্বা) দুঃখিতা ভবতাং প্রপিতামহী [কুন্তী] প্রারুদৎ (রোদিতবতী)।

১৪। **মূলানুবাদ** ঃ শ্রীশুকদেব বললেন— হে রাজা পরিক্ষিৎ ! আপনার প্রপিতামহী শ্রীকুন্তিদেবী এইরূপে আত্মীয়দিগকে এবং জগদ্বীশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে পুনঃপুনঃ স্মরণ করত দুঃখিত অন্তকরণে গদ্গদ ভাবে রোদন করতে লাগলেন।

১৩। **শ্রীজীব বৈ॰ তো॰ টীকানুবাদ** ঃ কুন্তিদেবী নিজ অভিষ্টযোগ্য কৃষ্ণকে নানা বিশেষণে বিশেষিত করত ভক্তিভরে নমস্কার করত শরণগ্রহণ করছেন, 'নম ইতি' শুদ্ধায়— এখানে 'শুদ্ধ' শব্দের অভিপ্রায় ধর্মপ্রাণ হওয়া হেতু শরণাগত, রক্ষক, এর মধ্যেও আবার ব্রহ্মণে—সর্বজ্ঞাদিগুণক।— এই পদদ্বয়ের দ্বারা সর্বত্র সর্বরক্ষা যোগ্যতার বিদ্যমানতা প্রকাশ করা হল। **যোগেশ্বরায়**— সর্বরক্ষার জন্য স্বতঃ সর্বার্থ পরিপূর্ণতা বলাই অভিপ্রায় এই শব্দে। **যোগায়**—[অন্যের থেকে জ্ঞানপ্রাপ্তির অপেক্ষা শূন্য], [বলদেব— স্বপ্রাপ্তি উপায়-স্বরূপ] অথবা ১। **কৃষ্ণায়**— স্বয়ং ভগবানকে অর্থাৎ পরিপূর্ণ ভক্তির পরিপূর্ণ ঐশ্বর্যাধিযুক্ত [কৃষ্ণকে প্রণাম] ২। **ব্রহ্মণে**—নির্বিশেষ জ্ঞানিদের পরিচ্ছন্ন-তত্ত্বজ্ঞানমাত্র রূপ [কৃষ্ণকে] ৩। **পরমাত্মনে**—অন্তর্যামিত্ব মাত্র-ঐশ্বর্যজ্ঞানিদের সীমিত তত্ত্বজ্ঞানমাত্র রূপ, [কৃষ্ণকে] এই তিনেরই বিশেষণ—'**শুদ্ধায়**' মায়াস্পর্শরহিত, **যোগেশ্বরায়**— নিজ তথা তথা আবির্ভাবের অনুভব উপায় দাতা। আরও শক্তি-শক্তিমান অভেদাংশে স্বয়ং সেই সেইরূপ তোমাকে নমস্কার। অতএব তোমার অসাধ্য কিছু নেই ॥ জী॰ ১৩ ॥

১৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ কৃষ্ণায় ভক্তৈরুপাস্যায়েত্যর্থঃ। শুদ্ধায় দৃশ্যত্বেঽপি মায়াতীতায়। ব্রহ্মণে জ্ঞানাভিরুপাস্যায়। পরমাত্মনে যোগিভিরুপাস্যায় যোগানাং তত্তৎপ্রাপ্ত্যুপায়ানাং ভক্ত্যাদীনাম্। ঈশ্বরায় প্রদানসমর্থায়। যোগায় তত্তদুপায়ায় স্বরূপায় চ ॥ বি॰ ১৩ ॥

১৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ **কৃষ্ণায়**— ভক্তের দ্বারা উপাস্য (তোমার শরণাগত হচ্ছি)। **শুদ্ধায়** নয়নগোচর হলেও তুমি মায়ার অতীত। **ব্রহ্মণে** জ্ঞানিদের উপাস্য। **পরমাত্মনে**—যোগিদের উপাস্য। **যোগেশ্বরায়**— 'যোগানাং' সেই সেই প্রাপ্তি-উপায় ভক্ত্যাদি সমূহের 'ঈশ্বরায়' প্রদান সমর্থ **যোগায়কৃষ্ণায় নমঃ**— সেই সেই রূপ ও স্বরূপ কৃষ্ণকে নমস্কার। ॥ বি॰ ১৩ ॥

সমদুঃখসুখোঽক্রূরো বিদুরশ্চ মহাযশাঃ।
সান্ত্বয়ামাসতুঃ কুন্তীং তৎপুত্রোৎপত্তিহেতুভিঃ ॥ ১৫ ॥

১৫। **অন্বয়** ঃ সমদুঃখসুখ (কুন্ত্যাসহ সমংদুঃখং সুখঞ্চ যস্য সঃ) অক্রূরঃ মহাযশাঃ বিদুরশ্চ কুন্তীং তৎপুত্রোৎপত্তিহেতুভিঃ (তস্যাঃ পুত্রাণাং উৎপত্তিহেতুভিঃ অর্থাৎ জনকৈঃ ধর্মপবনেন্দ্রাদিভিঃ এতে ধর্মদ্যংশাঃ কেন নাশয়িতু শক্যা ইত্যাদি তৎপ্রভাবকথনৈঃ) সান্ত্বায়ামাসতুঃ।

১৫। **মূলানুবাদ** ঃ কুন্তির সহিত সম দুঃখ-সুখ যাদের সেই শ্রীঅক্রূর এবং শ্রীবিদুর মহাশয় কুন্তিদেবীকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন,—তাঁর পুত্র যুধিষ্ঠিরাদির জন্মের কারণীভূত ধর্ম-পবনদেব ও ইন্দ্রাদির কথা বলে বলে।

১৪। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা** ঃ ইত্যেবং স্বজনং পিত্রাদিকং জগদীশ্বরমিতি জগদীশতয়া কৃষ্ণং চানুস্মৃত্য বারং বারং স্মৃত্বা, যদ্বা, চ অপি, স্বজনং বন্ধুতাং প্রাপ্তমপি কৃষ্ণং জগদীশ্বরতয়ানুস্মৃত্য; কিংবা জগদীশ্বরমপি স্বজনং নিজবন্ধুতয়ানুস্মৃত্য তদপ্রাপ্ত্যা দুঃখিতা সতী প্রকর্ষেণ সগদ্গদেত্যাদিনারুদৎ। ভবতাং প্রপিতামহীতি তস্যাস্তাদৃশ-প্রণয়বত্যাঃ সাক্ষাৎ কৃষ্ণপিতৃষ্বসুঃ প্রপৌত্রত্বেন তস্য ভাগ্যং সূচয়ন্ হর্ষং বর্দ্ধয়তি, অতএব পরমাদরেণ ভবচ্ছব্দপ্রয়োগঃ. তত্র বহুত্বঞ্চ, অতঃ প্রহর্ষেণ সম্বোধয়োতি—রাজন্নিতি ॥ জী০ ১৪ ॥

১৪। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ** ঃ ইতি—এইরূপে স্বজনং পিতামাতৃদিগকে এবং জগদীশ্বরম্ ইতি—জগতের নিয়ন্তা হওয়া হেতু কৃষ্ণকে অনুস্মৃত্য—বারবার স্মরণ করে। অথবা, 'চ' শব্দে 'অপি' ধরে অর্থ—কৃষ্ণকে 'স্বজনং' অর্থাৎ বন্ধুরূপে পেলেও জগদীশ্বররূপে চিন্তা করে। কিম্বা জগদীশ্বর হলেও 'স্বজনং' নিজবন্ধুরূপে বারবার স্মরণ করে তাকে না পেয়ে দুঃখিতা হয়ে প্রারুদদ্—'প্র' প্রকর্ষের সহিত অর্থাৎ সগদ্গদ ইত্যাদি ভাবে কাঁদতে লাগলেন। ভবতাং প্রপিতামহী—'আপনাদের প্রপিতামহী' এই বাক্য পরীক্ষিতের প্রপিতামহী কুন্তির তাদৃশ প্রণয়-শীলতা সাক্ষাৎ নাতীপুত্ররূপে তার ভাগ্য সূচিত করে শুকের হর্ষ বর্দ্ধিত করল। অতএব পরম আদরে 'ভবৎ' শব্দ প্রয়োগ করলেন। এর মধ্যে আবার 'ভবতাং' গৌরবে বহুবচন প্রয়োগ। অতঃপর পরীক্ষিৎকে অতিশয় আনন্দে সম্বোধন করলেন 'রাজন্' বলে ॥ জী০ ১৪ ॥

১৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ প্রপিতামহী কুন্তী ॥ বি০ ১৪ ॥

১৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ প্রপিতামহী—কুন্তি ॥ বি০ ১৪ ॥

১৫। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা** ঃ চেতি ত্বর্থে, বিদুরস্তু মহদ্যশাঃ, স্বভাবতঃ পাণ্ডব-বিষয়ক-পক্ষপাতাদি-সংখ্যাতির্যস্য সঃ। তৎপুত্রেতি দৈর্ব্যাখ্যাতম্। তত্র দেববরেভ্য উৎপন্নত্বাত্তেষাং কদা-

যাস্যন্ রাজানমভ্যেত্য বিষমং পুত্রলালসম্ ।
অবদৎ সুহৃদাং মধ্যে বন্ধুভিঃ সৌহৃদোদিতম্ ॥ ১৬ ॥

১৬। **অন্বয়** ঃ যাস্যন্ (মথুরাং প্রতি গমিষ্যন্ অক্রূরঃ) পুত্রলালসং বিষমং (ভ্রাতৃপুত্রেষু বিষমবুদ্ধিং) রাজানং (ধৃতরাষ্ট্রং) অভ্যেত্য (সমীপে গত্বা) বন্ধুভিঃ { শ্রীকৃষ্ণাদিভিঃ [যৎ] সৌহৃদোদিতং (সৌহৃদেন কথিতং) [তৎ] সুহৃদাং (ভীষ্মাদীনাং) মধ্যে অবদৎ ।

১৬। **মূলানুবাদ** ঃ মথুরায় গমনেচ্ছু শ্রীঅক্রূর মহাশয় নিজ পুত্রদের প্রতি আসক্তবুদ্ধি এবং ভ্রাতৃপুত্রে বিষমবুদ্ধি রাজা ধৃতরাষ্ট্রের সমীপে গিয়ে শ্রীভীষ্মাদি সুহৃদগণের মধ্যে তাকে বলতে লাগলেন - শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি বন্ধুগণ কর্তৃক কথিত বাক্য ।

চিদপ্যশুভং নাস্তীত্যেবং কথনৈরিত্যর্থঃ ; অথবা, তৎপুত্রোৎপত্তের্হেতবঃ—ভুভারাবতারার্থমবতীর্ণস্য শ্রীকৃষ্ণস্য লীলাসাহায্যানি, তৈঃ ॥ জী০ ১৫ ॥

১৫। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ** ঃ বিদুরশ্চ—এখানে 'তু' (=কিন্তু) অর্থে 'চ' শব্দ প্রয়োগ—বিদুর কিন্তু **মহাযসাঃ**—স্বভাবতঃ পাণ্ডববিষয়ক পক্ষপাতাদি সখ্যোতি বিশিষ্ট । কুন্তির পুত্রগণের **উৎপত্তিহেতৃভিঃ** শ্রীধর জন্মদাতা পিতার নাম এরূপ বলেছেন, যথা- ধর্ম পবনদের ইত্যাদি । এই দেবশ্রেষ্ঠগণের দ্বারা উৎপন্ন হওয়া হেতু কদাচিৎও পাণ্ডবদের অশুভ নেই, এরূপ কথনের দ্বারা সান্ত্বনা দিতে লাগলেন। অথবা, **তৎপুত্রোৎপত্তের্হেতবঃ**—ভুভার অবতরণ করার জন্য অবতীর্ণ শ্রীকৃষ্ণের লীলা সাহায্যকারী এইসব পুত্রগণ ইহাই হেতু পুত্রোৎপত্তির ॥ জী০ ১৫ ॥

১৫। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ তস্যাঃ পুত্রাণামুৎপত্তিহেতুভির্জনকৈর্ধর্মানিলাদিভিঃ ॥ এতে ধর্মাদ্যংশাঃ কেন নাশয়িতুং শক্যা ইত্যাদি তৎপ্রভাবকথনৈরিত্যর্থঃ ॥ বি০ ১৫ ॥

১৫। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ তাঁর পুত্রদের **উৎপত্তি হেতুভিঃ**—দুর্বাসার অনুগ্রহে ধর্ম-বায়ু-ইন্দ্র-সংযোগাদি লক্ষণে জন্ম হওয়া হেতু কেহ বিনাশ করতে সমর্থ হবে না। এইসব বলে কুন্তিকে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন অক্রূর ও বিদুর ॥ বি০ ১৫ ॥

১৬। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা** ঃ পুত্রেষু তেষাং রাজ্যাদিসিদ্ধয়ে লালসা মহামনোরথো যস্য তম্ । সুহৃদাং ভীষ্মাদীনাং মধ্য ইতি তস্য লজ্জোৎপাদনেন নিজোক্তিগ্রাহণার্থম্ ॥ জী০ ১৬ ॥

১৬। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ** ঃ **পুত্রলালসম্**—তাঁর পুত্রদের রাজ্যপ্রাপ্তি সিদ্ধির জন্য লালসা—মহামনোরথ যার সেই তাকে **অবদৎ**—বললেন। **সুহৃদাং মধ্যে** - ভীষ্মাদীর মধ্যে লজ্জা উৎপাদনের দ্বারা নিজ উক্তি গ্রহণ করবার জন্য ॥ জী০ ১৬ ॥

অক্রূর উবাচ।

ভো ভো বৈচিত্রবীর্য ত্বং কুরূণাং কীর্তিবর্দ্ধন।
ভ্রাতর্যুপরতে পাণ্ডাবধুনাসনমাস্থিতঃ ॥ ১৭ ॥

১৭। **অন্বয়** ঃ অক্রূর উবাচ। ভো ভো বৈচিত্রবীর্য! (ভো ভো বিচিত্রবির্যস্য নন্দন, ধৃতরাষ্ট্র) ভো ভো কুরূণাং (কুরুবংশানাং) কীর্তিবর্দ্ধন ভ্রাতরি পাণ্ডৌ উপরতে (মৃতে সতি) অধুনা ত্বম্ আসনং আস্থিতঃ (পণ্ডোঃ পুত্রেষু সৎসু ত্বং রাজাসনং অধিকৃতবান্ ইতি কটাক্ষ)।

১৭। **মূলানুবাদ** ঃ অক্রূর কটাক্ষ হেনে বললেন—হে কুরুবংশকীর্তিবর্ধন ধৃতরাষ্ট্র, আপনি ভ্রাতা পাণ্ডুর মৃত্যুর পর সম্প্রতি রাজসিংহাসন অধিকার করে বসে গিয়েছেন।

১৬। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ সুহৃদাং ভীষ্মাদীনাং মধ্যে স্থিতং বন্ধুভির্বিদুরাদিভিঃ সহিতং সৌহৃদোদিতং সৌহৃদব্যঞ্জকং বাক্যম্ ॥ বি॰ ১৬ ॥

১৬। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ **সুহৃদাং মধ্যে**—ভীষ্মাদির মধ্যে স্থিত **বন্ধুভিঃ**—বিদুরাদির কাছে **সৌহৃদোদিতং**—সৌহৃদ-ব্যঞ্জক বাক্য **অবদৎ**—বলতে লাগলেন। [শ্রীবলদেব—মথুরা গমনপর অক্রূরকে যা শ্রীরামকৃষ্ণাদির দ্বারা সৌহার্দের সহিত বলা হয়েছিল, তা তিনি মথুরা প্রত্যাবর্তনকালে বিদুরাদির কাছে বলতে লাগলেন ॥ বি॰ ১৬ ॥

১৭। **শ্রীজীব বৈ॰ তো॰ টীকা** ঃ প্রাক্ সোল্লুণ্ঠং সামপ্রায়মাহ—ভো ভো ইতি, বীপ্সা অত্যন্তাভিমুখ্যার্থং, বাচ্যার্থাপ্রিয়ত্বেন তস্য বৈমুখ্যাসম্ভবাৎ ॥ জী॰ ১৭ ॥

১৭। **শ্রীজীব বৈ॰ তো॰ টীকানুবাদ** ঃ প্রথমে মৃদুমৃদু হাসি মুখে যেন সন্ধি করার ভাবে সম্বোধন করলেন। ভো ভো ধৃতরাষ্ট্র! 'ভো' শব্দটি দুবার উচ্চারণ করা হল, তার দিকে একান্তভাবে দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য, কারণ তার কথা ধৃতরাষ্ট্রের কাছে অপ্রিয় বলে তার বিমুখত আসা সম্ভব ॥ জী॰ ১৭ ॥

১৭। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ ভ্রাতর্য্যুপরতে ইতি। পাণ্ডোঃ পুত্রেষু সৎস্বপি ত্বং রাজাসনমাস্থিত ইতি কটাক্ষঃ ॥ বি॰ ১৭ ॥

১৭। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ **ভ্রাতর্য্যুপরতে**—ভ্রাতা পাণ্ডু পরলোক গমন করলে আপনি **আসনমাস্থিত**—রাজাসনে বসেছেন।—এই কথায় ধৃতরাষ্ট্রকে কটাক্ষ করা হল, পাণ্ডুপুত্ররা থাকতেই আপনি রাজাসনে বসে গিয়েছেন, এ কি ন্যায়সঙ্গত হল ॥ বি॰ ১৭ ॥

ধর্মেণ পালয়ন্নুর্বীং প্রজাঃ শীলেন রঞ্জয়ন্।
বর্তমানঃ সমঃ স্বেষু শ্রেয়ঃ কীর্তিমবাপ্স্যসি ॥ ১৮ ॥

অন্যথা ত্বাচরঁল্লোকে গর্হিতো যাস্যসে তমঃ।
তস্মাৎ সমত্বে বর্তস্ব পাণ্ডবেষ্বাত্মজেষু চ ॥ ১৯ ॥

১৮। **অন্বয়** ঃ [ত্বং ধর্মেন (রাজধর্মেন) শীলেন (সংস্বভাবেন) প্রজাঃ রঞ্জয়ন্ (স্বস্মিন্ তাসাং অনুরাগং জনয়ন) স্বেষু (স্বপুত্র দুর্যোধনাদিষু-পাণ্ডবাদিষু) সমঃ (তুল্যভাবাপন্নঃ) বর্তমানঃ (স্থিতসন) শ্রেয়ঃ (কল্যাণং) কীর্তিং চ অবাপ্স্যসি (প্রাপ্সসি)।

১৯। **অন্বয়** ঃ অন্যথা তু আচরণ (বৈপরীত্যেন বর্তমানঃ সন্) লোকে (জগতি) গর্হিতঃ (নিন্দিতঃ সন্) তমঃ (মহাদুঃখম্- অত্র পুত্র বিয়োগাদিজম্, অমুত্র চ নরকাদিকম্, ইত্যর্থঃ) যাস্যসে (প্রাপ্সসি)। তস্মাৎ পাণ্ডবেষু-আত্মজেষু (স্ব পুত্রেষু) চ সমত্বে বর্তস্ব।

১৮। **মূলানুবাদ** ঃ বর্তমানে উপর্যুক্তভাবে থাকলেও, স্বভাব পরিবর্তন করত এই অবস্থায় স্থিত হোন, যথা—

রাজধর্মানুসারে পৃথিবী পালন; সংস্বভাবে প্রজারঞ্জন করুন এবং দুর্যোধনাদি নিজপুত্র ও পাণ্ডবদের মধ্যে সমভাবাপন্ন হোন—এ অবস্থায় স্থিত হলে আপনি কল্যাণ ও কীর্তিলাভ করতে পারবেন।

১৯। **মূলানুবাদ** ঃ অতঃপর মৃদুমৃদু হাসির সহিত কিছু পরিহাস বাক্য বলছেন—

বৈষম্য আচরণ করলে এই জগতে নিন্দা এবং পরলোকে মহাদুঃখকর নরকপ্রাপ্ত হবেন। সুতরাং পাণ্ডবগণের ও স্বপুত্র দুর্যোধনাদির প্রতি সমতা ভাব রেখে চলুন।

১৮। **শ্রীজীব বৈ॰ তো॰ টীকা** ঃ শীলেন সদ্বৃত্তেন, স্বেষু স্বপুত্রপাণ্ডবাদিষু, শ্রেয়ঃ কুশলং কীর্তিঞ্চ ॥ জী॰ ১৮ ॥

১৮। **শ্রীজীব বৈ॰ তো॰ টীকানুবাদ** ঃ শীলেন—সংস্বভাবে নিজের প্রতি প্রজাদের 'রঞ্জয়ন্' অনুরাগ জন্মালে, স্বেষু—স্বপুত্র দুর্যোধনাদি ও পাণ্ডবদের প্রতি সমদৃষ্টি করলে শ্রেয়ঃ—কুশল ও কীর্তিলাভ করবেন ॥ জী॰ ১৮ ॥

১৮। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ ভবতু তদপ্যেবং বর্তস্বেত্যাহ,—ধর্মেণেতি ॥ বি॰ ১৮ ॥

১৮। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ বর্তমানে আপনি এরূপ অবস্থায় থাকলেও আপনি নিজ স্বভাবের পরিবর্তন করত এই অবস্থায় বিরাজমান হউন, যথা—ধর্মেন ইতি ॥ বী॰ ১৮ ॥

নেহ চাত্যন্তসংবাসঃ কস্যচিৎ কেনচিৎ সহ।
রাজন্ স্বেনাপি দেহেন কিমু জায়াত্মজাদিভিঃ ॥ ২০ ॥

২০। **অন্বয়** ঃ হে রাজন্! ইহ (লোকে) চ (পরলোকে) কর্হিচিৎ (কদাচিৎ) কেনচিৎ সহ অত্যন্ত (সর্বদিকঃ) সম্বাসঃ কেনচিৎ ন (নাস্তি) স্বেন (স্বকীয়েন) দেহেন [সহ] অপি [ন অত্যন্ত সম্বাসঃ] জায়াত্মজাদিভিঃ (ভার্যাপুত্রাদিসহ) (অত্যন্ত সম্বাসঃ) [নাস্তি ইতি কিমু বক্তব্য ইত্যর্থঃ]।

২০। **মূলানুবাদ** ঃ সেই পুত্র দুর্যোধনাদি প্রিয় হলেও চিরস্থায়ী নয়, এই আশয়ে বলা হচ্ছে,—'ন ইহ ইতি'।

হে রাজন্! ইহলোকে বা পরলোকে কদাচিৎ কারোও সহিত কারোর সর্বকালিক একত্র বাস হয় না। নিজ দেহের সহিতও সার্বকালিক স্থিতি হয় না। ভার্যাপুত্রাদির সহিত যে হয় না, এতে আর বলবার কি আছে?

১৯। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা** ঃ অথ সস্মিতং সপরিহাসমিবাহ—অন্যথেতি। তমঃ মহাদুঃখম্, অত্র পুত্রবিয়োগাদিজম্, অমুত্র চ নরকাদিকমিত্যর্থঃ ॥ জী০ ১৯ ॥

১৯। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ** ঃ অতঃপর মৃদু হাসির সহিত যেন পরিহাস করছেন এইভাবে বললেন—অন্যথা ইতি। **তমঃ**—মহাদুঃখ—এলোকে পুত্রবিয়োগাদি থেকে জাত, আর পরকালে নরকাদি থেকে জাত ॥ জী০ ১৯ ॥

১৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ তমো নরোকম্ ॥ বি০ ১৯ ॥

১৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ **তমঃ**—নরক ॥ বী০ ১৯ ॥

২০। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা** ঃ ইহলোকে, চকারাদমুস্মিংশ্চ লোকে কর্হিচিৎ কদাচিদপি কস্যচিদিতি পাঠঃ ক্বচিৎ। হে রাজন্নিতি রাজত্বেঽপি তদপরিহার্য্যমিতি ভাবঃ। স্বেন আত্মতয়া প্রতীতেনাপি, অতঃ পুত্রাদিব্যবহারস্যানিত্যত্বাত্তত্রানাসক্তিং বিধায় ধর্ম্মরক্ষার্থং স্বেষু সমতা-বর্ত্তনমেব যুক্তমিতি ভাবঃ ॥ জী০ ২০ ॥

২০। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ** ঃ ইহ—ইহলোকে। চ—পরলোকে। কর্হিচিৎ—কদাচিৎও। 'কস্যচিৎ' পাঠে অর্থ 'ক্বচিৎ'। হে রাজন্—এই সম্বোধনের ধ্বনি—রাজ্যের অধিকারী হলেও স্বেন—নিজের বলে প্রতীত হলেও পুত্রাদির সহিত বিচ্ছেদ অপরিহার্য। অতএব পুত্রাদি ব্যবহারের অনিত্যতা হেতু তথায় অনাসক্তির ভাব রেখে ধর্মরক্ষার জন্য নিজ পুত্রাদি ও পাণ্ডবাদিতে মনের সমতা স্থাপনই যুক্তিযুক্ত, এরূপ ভাব ॥ জী০ ২০ ॥

এক প্রসূয়তে জন্তুরেক এব প্রলীয়তে।
একোঽনুভুঙ্‌ক্তে সুকৃতমেক এব চ দুষ্কৃতম্ ॥ ২১ ॥

২১। **অন্বয়** ঃ একঃ (সহায়ান্তর রহিতঃ সন্ এব) জন্তুঃ (জীবঃ) প্রসূয়তে (জায়তে) [তাদৃশ] একঃ এব চ প্রলীয়তে (ম্রিয়তে) একঃ [সন্] সুকৃতং এক এব চ দুষ্কৃতং অনুভুঙ্‌ক্তে (মরণান্তরং ভুঙ্‌ক্তে।]

২১। **মূলানুবাদ** ঃ সহায়ান্তর রহিত হয়ে একাই জীব জন্মগ্রহণ করে। একাই মৃত হয়। কোন একজন সুকৃতিসম্পন্ন হয়ে কেউ তো আবার দুষ্কৃতিবান হয়ে মরণান্তর যথাযথ কর্ম্মফল ভোগ করে।

২০। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ ন চ তে প্রিয়া অপি পুত্রা দুর্যোধনাদয়ঃ চিরস্থায়িন ইত্যাহ,—নেহেতি ॥ বি০ ২০ ॥

২০। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ ন চ ইতি—পূর্বপক্ষ, পরপুত্রদের নিজপুত্রের সহিত কি করে সাম্য হতে পারে? এরই উত্তরে—আপনার প্রিয় হলেও পুত্র দুর্যোধনাদি চিরস্থায়ী নয়, এই আশয়ে বলা হচ্ছে, নেহ ইতি ॥ বি০ ২০ ॥

২১। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা** ঃ প্রসূয়তে প্রসূতো ভবতীতি, প্রমীয়তে মৃত্যুনা হিংস্যতে প্রম্রিয়ত ইত্যর্থঃ। প্রলীয়তে ইতি পাঠেঽপি স এবার্থঃ। যুগ্মদ্বয়েঽপ্যুত্তরত্রৈব এবকারঃ। সম্পদি ন করোতু নাম কোঽপি বন্ধুঃ সাহায্যং, বিপদি তু সর্ব্বথা কুর্য্যাৎ; তত্র চ ন করোতীত্যভিপ্রায়েণ। চ শব্দঃ উক্ত-সমুচ্চয়ার্থঃ, উভয়ত্র যুগ্মেঽপি যোজ্যঃ। অনু তত্তৎপুত্রাদিসহভাবাৎ পশ্চাদেব মরণং জন্মান্তরঞ্চ লব্ধা পূর্ব্বপূর্ব্বকর্ম্ম ভুঙ্‌ক্তে ॥ জী০ ২১ ॥

২১। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ** ঃ জন্তুগণ একাকীই প্রসূয়তে—জাত হয়। প্রমীয়তে—মৃত্যুর কবলে পতিত হয়। এইদুটি পয়ারেই পরপর 'এব' কার, এতে অর্থ এরূপ আসছে, কথা কোনও বন্ধুই সম্পদশালী করা তো দূরের কথা, সাহায্যও করে না, বিপদেই ফেলে থাকে সর্বথা। দ্বিতীয় পয়ারে 'চ' শব্দটি দেওয়া হল—'করে না' এই অভিপ্রায়ে। 'চ' উক্ত সমুচ্চয়ে। অর্থ এরূপ আসবে, যথা জন্ম-মরণে এবং সুখ-দুঃখে কারুরই সাহচার্য পাওয়া যায় না। সেই সেই পুত্রদের সহিত সুখ দুঃখ ভোগ হেতু মরণের পরও জন্মান্তরপ্রাপ্ত হয়ে পূর্বপূর্ব কর্মভোগ করে। ॥ জী০ ২১ ॥

২১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ তত্র তাবদুৎপত্তি-মরণয়োঃ সুখ-দুঃখয়োশ্চ ন কেনাপি সাহিত্য-মিত্যাহ,—এক ইতি ॥ ২১ ॥

অধর্ম্মোপচিতং বিত্তং হরন্ত্যন্যেঽল্পমেধসঃ।
সম্ভোজনীয়াপদেশৈর্জলানীব জলৌকসঃ ॥ ২২ ॥

(২২।) অন্বয় ঃ জলৌকসঃ (জলবাসিনঃ মৎস্যস্য) [জীবনভূতানি] জলানি ইব (জলানি যথা তৎপুত্রাঃ হরন্তি তদবৎ) অল্পমেধসঃ (মূঢ়জনস্য) অধর্মোপচিতং (অধর্মেন সঞ্চিতং) বিত্তং হরন্তি।

২২। মূলানুবাদ ঃ আরও যখন পুত্রাদি একসঙ্গে বাস করে তখনও ক্লেশ উপার্জিত বিত্ত অপহরণ করে বলে পুত্র নামধারী এদের শত্রু বলেই জানতে হবে—এই আশয়ে বলা হচ্ছে—হে পিতা, পুত্রাদি আমরা তোমার পোষ্য, এই ছলে অল্পবুদ্ধি মূঢ়ের বিত্ত হরণ করে, যেমন না-কি জলবাসী মৎস্যের জীবনভূত জলের জীবনদায়ী শক্তি হরণ করে নেয় তার অসখ্য বাচ্চারা।

২১। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ তাবৎ জন্ম-মরণের ও সুখ-দুঃখের কারুরই কারুর সহিত সম্বন্ধ নেই, এই আশয়ে তথায় বলা হচ্ছে, 'এক ইতি' অর্থাৎ জন্তুগণ একাকীই উৎপন্ন হয় একাকীই লয় প্রাপ্ত হয় ইত্যাদি॥ বি০ ২১॥

২২। শ্রীজীব বৈ তো টীকা ঃ অধর্ম্মেণ স্বধর্ম্মাতিক্রমেণ নিষিদ্ধাচরণেন চ উপচিতং স্বয়ং যত্নতঃ সমুপার্জিতমপি অন্যে পুত্রাদয়ঃ অল্পমেধসো জনসোতি তত্তদ্বিচারাভাবাৎ। জলান্যত্র ক্ষয়িষ্ণুনি জ্ঞেয়ানি। বহুসংঘট্টেন তেষাং ক্ষয়মালিন্যদৌর্গন্ধ্যাপাতাৎ মহামৎস্যস্য পূর্ব্বমেব মরণাপত্তেঃ। ॥ জী০ ২২ ॥

২২। শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ ঃ অধর্ম্মেণ—স্বধর্ম অতিক্রম করত নিষিদ্ধ আচরণের দ্বারাও উপচিতং—স্বয়ং বহু পরিশ্রম করে সমুপার্জিত হলেও মূর্খের সেই বিত্ত অন্যে—পুত্রাদি হরণ করে থাকে। সেই সেই বিচার অভাব হেতু তাদের মূর্খ বলা হল। এখানে 'জলানি' ক্ষয়িষ্ণু জলকে বুঝাতে হবে—বহু পোনা মাছের পরস্পর সংঘর্ষে ঐ জলের ক্ষয় মালিন্য-দৌর্গন্ধ এসে যাওয়ায় পূর্বের মহামৎস্যের মরণ দশা প্রাপ্তি হয়॥ জী০ ২২॥

২২। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ কিঞ্চ, যদা চ সহ বসন্তি তদাপি ক্লেশোপার্জিতবিত্তাপহারিত্বয়া পুত্রা নাম শত্রব এব জ্ঞেয়া ইত্যাহ,— অধর্মেতি। সংভোজনীয়াঃ পোষ্যাঃ বয়ং পুত্রাদয় ইতি ব্যপদেশৈরল্পধিয়ো মূঢ়স্য বিত্তং হরন্তি। জলৌকসো মৎস্যস্য জীবনভূতানি জলানি যথা তৎপুত্রা হরন্তি তদ্বৎ॥ বি০ ২২ ॥

২২। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ আরও, যখন পুত্রাদি একসঙ্গে বাস করে তখনও ক্লেশ উপার্জিত বিত্ত অপহরণ করে বলে পুত্র নামধারী এদের শত্রু বলেই জানতে হবে—এই আশয়ে বলা হচ্ছে,

পুষ্ণাতি যানধর্ম্মেণ স্ববুদ্ধ্যা তমপণ্ডিতম্ ।
তেঽকৃতার্থং প্রহিণ্বন্তি প্রাণা রায়ঃ সুতাদয়ঃ ॥ ২৩ ॥

স্বয়ং কিল্বিষমাদায় তৈস্ত্যক্তো নার্থকোবিদঃ ।
অসিদ্ধার্থো বিশত্যন্ধং স্বধর্ম্মবিমুখস্তমঃ ॥ ২৪ ॥

২৩। অন্বয় ঃ [যে] স্ববুদ্ধ্যা (এতে মম ইতি বুদ্ধ্যা) [প্রাণধন সুতাদীন্] অধর্ম্মেণ পুষ্ণাতি তে প্রাণাঃ রায়ঃ (ধনানি) সুতাদয় অকৃতার্থং (অপ্রাপ্ত ভোগং) তম্ অপণ্ডিতং প্রহিণ্বন্তি ।

২৪। অন্বয় ঃ নার্থকোবিদঃ (ধর্মাদি অর্থতত্ত্ব অনভিজ্ঞ) স্বধর্ম্মবিমুখঃ (স্ববর্ণাশ্রমোচিত ধর্ম-রোহিতঃ) অসিদ্ধার্থঃ (অপূর্ণ-মনোরথঃ তৈঃ (প্রাণাদিভিঃ) ত্যাক্তঃ কিল্বিষং (পাপ-মাত্রমেব) আদায় অন্ধংতমঃ (মহানরকং) বিশতি ।

২৩। মূলানুবাদ ঃ মানুষ আপন মনে করত যে প্রাণ-ধন-সুতা-দিকে অধর্ম আচরণের দ্বারা পালন করে সেই প্রাণাদিই অপ্রাপ্তভোগ তাদৃশ মূর্খ পোষণকারীকে পরিত্যাগ করে ।

২৪। মূলানুবাদ ঃ তৎকালে ধর্মাদি অর্থতত্ত্ব অনভিজ্ঞ, স্বধর্ম বিমুখ প্রাণধনাদি কর্তৃক পরিত্যক্ত, তাদৃশ অপূর্ণ মনোরথ মানুষ কেবলমাত্র পাপকেই পাথেয় করে মহানরকে প্রবেশ করে ।

'অধর্ম ইতি' । সম্ভোজনীয়াঃ— হে পিতা পুত্রাদি আমরা তোমার পোষ্যা, এই ছলে অল্পবুদ্ধি মূঢ়ের বিত্ত হরণ করে জলৌকাসো— মৎসের জীবনভূত জল যেমন তার অসংখ্য পোনারা হরণ করে, উহার জীবনদায়ী শক্তিকে নষ্ট করে দিয়ে । (পোনাদের দাপাদাপিতে জল ঘোলা ও পুতিগন্ধময় হয়, তাতে জীবনদায়ী শক্তি হারিয়ে যায় ।) ॥ বি॰ ২২ ॥

২৩। শ্রীজীব বৈ॰ তো॰ টীকা ঃ তত্র বৈ পোষণং তস্যৈব বর্দ্ধনং, ন তু তেন প্রাণাদি-পোষণমিতি লক্ষণম্ ; প্রহিণ্বন্তি ত্যজন্তি ॥ জী॰ ২৩ ॥

২৩। শ্রীজীব বৈ॰ তো॰ টীকানুবাদ ঃ [সনাতন—'রায়ং' পোষনং—সম্বর্ধন] তথায় 'পোষণং' তারই বর্ধন তার দ্বারা কিন্তু প্রাণাদি পোষণ নয়, এরূপ লক্ষণ ॥ জী॰ ২৩ ॥

২৪। শ্রীজীব বৈ॰ তো॰ টীকা ঃ অন্ধং তমঃ মহানরকং, নার্থকোবিদঃ ধর্ম্মাদ্যর্থানভিজ্ঞঃ, ন-লোপাভাব আর্ষঃ ॥ জী॰ ২৩ ॥

২৪। শ্রীজীব বৈ॰ তো॰ টীকানুবাদ ঃ অন্ধংতমঃ—মহানরক। নার্থকোবিদঃ—ধর্মাদি অর্থ অনভিজ্ঞ ॥ জী॰ ২৪ ॥

তস্মাল্লোকমিমং রাজন্ স্বপ্নমায়ামনোরথম্ ।
বীক্ষ্যাযম্যাত্মনাত্মানং সমঃ শান্তো ভব প্রভো ॥ ২৫ ॥

২৫। **অন্বয়** ঃ হে রাজন্! হে প্রভো! তস্মাৎ (তত্ত্বস্থিতেরেবম্বিধত্বাৎ) ইমং [লোকং] স্বপ্ন-মায়া-মনোরথং (স্বপ্নশ্চ মায়া চ মনোরথশ্চ তদ্বেন তুল্যং) বীক্ষ (দৃঢ় জ্ঞাত্বা আত্মনা (বুদ্ধ্যা) আত্মানং (মনঃ) আযম্য (নিয়ম্য) শান্তঃ (লাভাদ্যুপরতঃ সন্) সমঃ (স্বপুত্রেষু তুল্যভাবঃ) ভবঃ।

২৫। **মূলানুবাদ** ঃ হে রাজন্! অতএব এই সংসারকে স্বপ্ন-মায়া-মনোরথ তুল্য নিশ্চয়রূপে জেনে বিবেক বুদ্ধিদ্বারা মনকে লোভ থেকে নিবৃত্ত করত হে প্রভো! স্বপুত্রে ও পাণ্ডবে সমভাব ধারণ করুন।

২৩-২৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ কিঞ্চ, সুবুদ্ধ্যা স্বীয় ইত্যভিমানেন যান্ যঃ পুষ্ণাতি তে প্রাণাদয়স্তং মূর্খকৃতার্থমেব প্রহিণ্বন্তি ত্যজন্তি। রায়ঃ অর্থাঃ ॥ বি॰ ২৩-২৪ ॥

২৩-২৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ আরও মূর্খলোক সুবুদ্ধ্যা—নিজ সন্তান অভিমানে যাদিকে পালন করে সেই প্রাণ-ধন সুতাদিই তমপণ্ডিতঃ—অকৃতার্থ-অপ্রাপ্ত মনোরথ সেই মূর্খকে প্রহিণ্বন্তি—পরিত্যাগ করে ॥ বি॰ ২৩-২৪ ॥

২৫। **শ্রীজীব বৈ॰ তো॰ টীকা** ঃ বীক্ষ্য দৃঢ়ং জ্ঞাত্বা, আত্মনা বুদ্ধ্যা আত্মানং মনঃ, শান্তঃ লোভাদ্যুপরতঃ সন্ সমঃ স্বপুত্রেষু পাণ্ডবেষু চ তুল্যভাবো ভব; যদ্বা, সমঃ সন্ শান্তঃ সুখী ভব, অন্যথা দুঃখমেবেতি ভাবঃ, যদ্বা, ভগবন্নিষ্ঠবুদ্ধির্ভবেত্যর্থঃ। পুত্রেষ্বিব পাণ্ডবেষু স্নেহেনৈব তাদৃশত্বসিদ্ধেঃ, ইতীয়মুপদেশসারঃ। তত্র চ তব শক্তিরস্ত্যেবেতি সম্বোধয়তি—প্রভো ইতি। ইয়ং স্বোক্তগ্রহণার্থ চাতুরী তদৈব রাজত্বসিদ্ধিঃ। অয়মেব রাজ্ঞো মুখ্যধর্ম্মশ্চেত্যভিপ্রায়েণাহ—হে রাজন্নিতি ॥ জী॰ ২৫ ॥

২৫। **শ্রীজীব বৈ॰ তো॰ টীকানুবাদ** ঃ বীক্ষ্য—নিশ্চয়রূপে জেনে। আত্মনা—বুদ্ধিদ্বারা আত্মানং- মনকে। (আযম্য=নিয়ম্য)। শান্তঃ—লোভ থেকে নিবৃত্ত হয়ে সমঃ—নিজপুত্রে ও পাণ্ডবে তুল্য ভাব ধারণ কর, অথবা তুল্যভাব ধারণ করে শান্তঃভব—সুখী হও, অন্যথা দুঃখই হবে। এরূপ ভাব। অথবা, 'সমঃ' ভগবন্নিষ্ঠ-বুদ্ধি হও, পুত্রদের প্রতি যেমন স্নেহ, পাণ্ডবদের প্রতিও তেমনই স্নেহের দ্বারাই তাদৃশত্ব সিদ্ধিহেতু,—ইহাই এই উপদেশ সার। —আরও তথাই আপনার শক্তি নিহিত, এজন্যই সম্বোধন করলেন —প্রভো ইতি- ইহা স্ব উক্তি গ্রহণ করবার জন্য চাতুরী, তখনই রাজত্ব সিদ্ধি। ইহাই রাজার মুখ্য ধর্মত্ব,—এই অভিপ্রায়ে সম্বোধন করলেন,—হে রাজন্ ইতি ॥ জী॰ ২৫ ॥

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।
যথা বদতি কল্যাণীং বাচং দানপতে ভবান্।
তথানয়া ন তৃপ্যামি মর্ত্যঃ প্রাপ্য যথামৃতম্ ॥ ২৬ ॥

২৬। **অন্বয়** ঃ ধৃতরাষ্ট্র উবাচ—

হে দানপতে! [অক্রূরঃ] মর্ত্যঃ (মনুষ্যঃ) অমৃতং প্রাপ্য যথা ন তৃপতি তথা ভবান্ যথা কল্যাণীং (কল্যাণবহাং) বাচং বদতি, অনয়া [বাচা] ন তৃপ্যামি।

২৬। **মূলানুবাদ** ঃ ধৃতরাষ্ট্র বললেন—

হে দানপতে অক্রূর! মানুষ অমৃত পান করে যেমন তৃপ্ত হয় না, সেইরূপ আপনি যেরূপ কল্যানাবহ বাক্য বললেন তাতে আমি পরিতৃপ্ত হচ্ছি না।

২৫। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ অস্থিরত্বাৎ স্বপ্নাদিতুল্যং আযম্য নিযম্য ॥ বি॰ ২৫ ॥

২৫। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ [ইমং এই সংসার] অস্থিরত্বাৎ—অস্থির হওয়া হেতু আত্মাকে **আযম্য**—নিয়মিত করে ॥ বি॰ ২৫ ॥

২৬। **শ্রীজীব বৈ॰ তো॰ টীকা** ঃ কদাপি সমো ন ভবিতাস্মীত্যন্তর্মনসি দৃঢ়য়িত্বা শাঠ্যেন তদ্দোষপরিহারার্থং 'প্রভো' ইত্যস্য প্রত্যুত্তরতয়া নিজস্বাতন্ত্র্যং নিষেদ্ধুং, তত্র শ্রীকৃষ্ণস্যৈব চ দোষং বক্তুং প্রাক্ তৎসন্তোষার্থং তদুক্তমভিনন্দতি—যথেতি, যথা যদভিপ্রায়েণ, তথা তদভিপ্রয়েণৈব, ন ত্বভিপ্রায়ান্তরং বুদ্ধেত্যর্থঃ। দানপতে ইতি সদুপদেশদানাভিপ্রায়েণ ॥ জী॰ ২৬ ॥

২৬। **শ্রীজীব বৈ॰ তো॰ টীকানুবাদ** ঃ নিজপুত্রে ও অন্যপুত্রে কদাপি সাম্য হতে পারে না, অন্তর্মনে ইহাই দৃঢ়রূপে ধারণ করত সেই দোষ শাঠ্যের দ্বারা পরিহার করার জন্য পূর্বশ্লোকে অক্রূরের 'প্রভু' সম্বোধনের প্রত্যুত্তর রূপে নিজ স্বাতন্ত্র্য নিষেধ করার জন্য, আরও তথায় শ্রীকৃষ্ণেরই দোষ বলবার জন্য প্রথমে তার সন্তোষের জন্য সেই উক্তিকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন—যথা ইতি।

যথা ইতি যে আশয়ে (বলা হয়েছে)। **তথা**—সেই আশয়েই (ঐ কথায় তৃপ্তি হচ্ছে না)। ঐ কথার আশয় অন্য, এরূপ বুঝে কিন্তু নয়। **দানপতে**—এই সম্বোধন সদুপদেশ দান অভিপ্রায়েই। ॥ জী॰ ২৬ ॥

২৬। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ অভিজ্ঞম্মন্যোঽয়মক্রূরো মামপি তত্ত্বমুপদেষ্টুং প্রগল্‌ভতে, কিমহমিদং ন জানামীত্যন্তর্মদপূর্ণোঽপি মহাগাম্ভীর্য্যং প্রকাশয়ন্ বহির্মহাসাধুরিত্যাহ,- যথেতি। দানপতে ইতি মথুরায়ামন্নদানেন যথা বুভুক্ষুংস্তর্পয়সি তথৈবাত্র হস্তিনাপুরে অনভিজ্ঞং মাং জ্ঞানদানেন তর্পয়সীতি ভাবঃ ॥ ২৬ ॥

তথাপি সুনৃতা সৌম্য হৃদি ন স্থীয়তে চলে।
পুত্রানুরাগবিষমে বিদ্যুৎ সৌদামনী যথা ॥ ২৭ ॥

২৭। **অন্বয়** ঃ [হে] সৌম্য! তথা অপি (ভবদ্ বচনঃ হিতপ্রদত্বেঽপি) সৌদামনী বিদ্যুৎ যথা ('সুদামা'—মেঘঃ তত্রত্যা সৌদামিনী যথা মেঘে, সাস্থিরান সাৎ ইত্যর্থঃ) তথা [ভবতঃ বাক্ সুনৃতা (মথুরা হিতা চ) অপি পুত্রানুরাগবিষমে (পুত্রানুরাগেণ বিষমে) চলে (চঞ্চলে) হৃদি ন স্থিয়তে (স্থিরা ন ভবতি)।

২৭। **মূলানুবাদ** ঃ হে শান্তপ্রকৃতি অক্রূর! যথা মেঘে বিদ্যুৎ স্থিরভাবে থাকে না সেইরূপ আপনার মধুর হিতকর বাক্যও পুত্রস্নেহে বিষম চঞ্চল আমার হৃদয়ে স্থির হয়ে দাড়াচ্ছে না।

২৬। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ অভিজ্ঞম্মন্য এই অক্রূর আমাকেও তত্ত্ব উপদেশ দেওয়ার জন্য দাম্ভিকের মতো কথা বলছে, আমি কি ঐসব তত্ত্বকথা জানিনা, ভিতরে এইরূপ গর্বপূর্ণ হলেও ধৃতরাষ্ট্র মহা গাম্ভীর্য প্রকাশ করে বাইরে মহাসাধু যেন, সেইভাবে কথা বলছেন- যথা ইতি। **দানপাত্তে**—মথুরায় অন্নদানের দ্বারা যথা ক্ষুধাকাতর জনদের তৃপ্তিদান করে থাকেন, সেইরূপই এই হস্তিনাপুরে অনভিজ্ঞ আমাকে জ্ঞানদানে তৃপ্ত করছেন, এরূপ ভাব ॥ বি০ ২৬ ॥

২৭। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা** ঃ ন স্থীয়তে, স্থিরা ন ভবতীত্যর্থঃ। কুতঃ? চলে চঞ্চলে, যতঃ পুত্রেতি। সুদামা মেঘঃ—'সুদামা ভুধরে মেঘে' ইতি বিশ্বঃ। তত্রত্যা সৌদামনী যথা মেঘে সা স্থিরা ন স্যাদিত্যর্থঃ। সৌম্য হে শান্তপ্রকৃতে, নিজসৌশীল্যেন ত্বয়া ময়ি ক্রোধো ন কার্য্য ইতি ভাবোঽপি সকপট এব ॥ জী০ ২৭ ॥

২৭। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ** ঃ ন স্থিয়তে—স্থির হয়না। কুত? কেন? আমার হৃদয় চলে—চঞ্চল বলে। যেহেতু পুত্রানুরাগ বিষম অর্থাৎ দারুণ। সুদামা—মেঘ। তথাকার সৌদামনী অর্থাৎ বিদ্যুৎ যথা—যথা মেঘে বিদ্যুৎ স্থির হয় না। সৌম্য—হে শান্ত প্রকৃতি অক্রূর মহাশয়, নিজ বিনয় হেতু আমার প্রতি আপনার ক্রোধ করা উচিত হয় না ॥ জী০ ২৭ ॥

২৭। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ সুনৃতা প্রিয়বাক্, ন স্থীয়তে ন তিষ্ঠতি। সুদামা মেঘঃ। 'সুদামা ভুধরে মেঘে' ইতি বিশ্বঃ। তত্র ভবা সৌদামনী, চপলো মেঘে চপলা বিদ্যুদিবেত্যর্থঃ ॥ বি০ ২৭ ॥

২৭। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ সুনৃতা—প্রিয় বাক্য হৃদি ন স্থিয়তে—স্থির হয়ে দাঁড়ায় না, বিদ্যুৎ সৌদামিনী যথা—মেঘ 'সুদামা'—মেঘ [সুদামা ভুধরে মেঘে ইতি বিশ্ব] সেই মেঘে জাত সৌদামিনী, অর্থাৎ চঞ্চল মেঘে চঞ্চল বিদ্যুতের মতো ॥ বি০ ২৭ ॥

ঈশ্বরস্য বিধিং কো নু বিধুনোত্যন্যথা পুমান্ ।
ভূমের্ভারাবতারায় যোঽবতীর্ণো যদোঃ কুলে ॥ ২৮ ॥

২৮। **অন্বয়** ঃ যঃ ভূমেঃ (পৃথিব্যাঃ) ভারাবতারায় (ভারস্য হরণায়) যদোঃ কুলে অবতীর্ণঃ [তস্য] ঈশ্বরস্য (শ্রীকৃষ্ণস্য) বিধিং কঃ নু পুমান্ (কো নাম পুরুষঃ) অন্যথা বিধুনোতি (অন্যথা কর্ত্তুম্ ন কোঽপি শক্নোতীত্যর্থঃ) ।

২৮। **মূলানুবাদ** ঃ হে অক্রূর ! যিনি পৃথিবীর ভার হরণের জন্য যদুকুলে অবতীর্ণ হয়েছেন, সেই ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণের বিধান কোন্ ব্যক্তি অন্যথা করতে পারে ?

২৮। **শ্রীজীব বৈ॰ তো॰ টীকা** ঃ বিধিং বিধানেচ্ছাং, সা চ মায়াখ্যেতি মত্বা তৈস্তথা ব্যাখ্যাতম্ । বিধুনোতি অতিক্রমিতুং শক্নুয়াদিত্যর্থঃ, অন্যথা মিথ্যান্যপ্রকারিকাং বা কৃতেত্যর্থঃ । স চ সম্প্রতি বিধানবিশেষেচ্ছয়ৈত্রৈব ভূমাববতীর্ণ ইতি সোৎপ্রাসং তন্মতমনুবদন্নাহ— ভূমেরিতি । ততো ভবদ্ভিরেব তত্র প্রযতিতব্যমিতি ভাবঃ ॥ জী॰ ২৮ ॥

২৮। **শ্রীজীব বৈ॰ তো॰ টীকানুবাদ** ঃ বিধিং—বিধান-ইচ্ছা, আর তা মায়াখ্য, এরূপ মনে করত শ্রীধরের দ্বারা সেইরূপ ব্যাখ্যাত হয়েছে। কো নু বিধুনোতি—কেই বা অতিক্রম ক'তে সামর্থ হয়, অন্যথা—বা মিথ্যা অন্য প্রকারিকা করত । সেই ঈশ্বর সম্প্রতি বিধানবিশেষ ইচ্ছায় এই পৃথিবীতেই অবতীর্ণ, বিদ্ধিৎহাসোর সহিত সেইমত পশ্চাৎউক্তিরূপে বললেন, ভূমেরিতি। যিনি ভুভার হরণের জন্য যদুকুলে অবতীর্ণ । অতএব তোমাদেরও সে বিষয়ে প্রযত্নশীল হওয়া বাঞ্ছনীয়—এরূপ ভাব ॥ জী॰ ২৮ ॥

২৮। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ বিধিং বিধানং অন্যথেতি প্রকারান্তরেণাপি কো নু বিধুনোতি ন কোঽপীত্যর্থঃ । অত্র প্রমাণং ত্বমেব । এতাবতাপি শিক্ষণেন মাং বিবেকং গ্রাহয়িতুং নৈবাশক ইতি ভাবঃ । স চেশ্বরঃ সম্প্রতি যুষ্মদ্গৃহে বর্ততে ইত্যাহ,—ভূমেরিতি । তেন তত্র গত্বা স এব নিবেদ্যতাং যন্মম বিধেয়ং স নৈবং প্রেরয়েদিতি ভাবঃ ॥ বি॰ ২৮ ॥

২৮। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ বিধিং—বিধানম্ অন্যথা ইতি—প্রকারান্তরেও কো নু বধুনোতি—কে খণ্ডন করতে পারে ? কেউ পারে না । এ বিষয়ে প্রমাণ তুমিই, এতখানি শিক্ষা দিয়েও আমাকে ধর্মাধর্মের বোধ গ্রহণ করাতে পারলে না, একপ ভাব । সেই ঈশ্বর সম্প্রতি তোমাদের গৃহে বর্ত্তমান, এই আশয়ে বলা হচ্ছে 'ভূমেরিতি' । সুতরাং সেখানে গিয়ে তা নিবেদন কর, যা আমার বিধিলিপি, তা যেন এপ্রকারে প্রেরণ না করেন, এরূপ ভাব ॥ বি॰ ২৮ ॥

যো দুর্বিমর্শপথয়া নিজমায়য়েদং
সৃষ্ট্বা গুণান্ বিভজতে তদনুপ্রবিষ্টঃ।
তস্মৈ নমো দুরববোধবিহার-তন্ত্র-
সংসারচক্রগতয়ে পরমেশ্বরায় ॥ ২৯ ॥

২৯। **অন্বয়** ঃ যঃ [পুরুষোত্তমঃ] দুর্বিমর্শপথয়া (অবিতর্ক মার্গয়া) নিজ মায়য়া ইদং [বিশ্বং] সৃষ্ট্বা তৎ অনুপ্রবিষ্টঃ (অন্তর্যামিরূপেন তত্র স্থিতঃ সন্) গুণান্ (কর্মাণি তৎ ফলানি চ) বিভজতে (বিবিচ্য দদাতি) দুরবোধবিহার তন্ত্র-সংসারচক্রগতয়ে (দুরবোধঃ যঃ বিহার তস্য ক্রীড়া স এব তন্ত্রং [প্রধানং মুখ্য কারণম্] যস্য সংসারচক্রগতয়ে সংসারচক্রস্য অতএব তস্যগতি যস্মাৎ তস্মৈ) পরমেশ্বরায় নমঃ (অস্তু ইতি শেষ)।

২৯। **মূলানুবাদ** ঃ যিনি অচিন্ত্য-মার্গানুযায়িনী নিজমায়ায় এই বিশ্ব বিরচিত করত তার মধ্যে অন্তর্যামীরূপে অবস্থিত হয়ে কর্মও তৎফল সকলের যথাযথ ব্যবস্থা করছেন এবং যাঁর দুর্জ্ঞেয় ক্রীড়াই এই সংসার চক্রের আবর্তনের মুখ্য কারণ, সেই পরমেশ্বরকে প্রণাম করছি।

২৯। **শ্রীজীব বৈ॰ তো॰ টীকা** ঃ অস্মাভিস্তু বহিরঙ্গৈঃ, পরমস্বতন্ত্রোঽসৌ তদর্থং দূরতো নমস্কার্য্য এবেত্যাহ—য ইতি। তৈর্ব্যাখ্যাতম্। তত্রাবতারিকায়াং নিজবৈষম্যহানেচ্ছাহেতো রবেতি শেষঃ। অবিতর্ক্যমার্গয়েতি জ্ঞানাতীতপ্রবৃত্তিকত্বাৎ পরিহর্ত্তুমশক্যয়েত্যর্থঃ। ন চোচ্চ নীচ সুখ দুঃখ-বিসর্গে তস্য চ বৈষম্যমিত্যাহ—কর্ম্মাণীতি, কর্ম্মাণি পূর্ব্বকর্ম্মানুসারেণ বিধিনিষেধলক্ষণানি, শাস্ত্রমুখেন ব্যবস্থাপয়তি ফলানি সুখদুঃখানি চোৎপাদয়তীত্যর্থঃ। ন চৈবং তস্যৈশ্বর্য্যং কর্ম্মাধীনমিত্যাহ—দুরববোধেতি। অনাদিত্বাদনন্তানি জীবানাং নানাকর্ম্মাণি তদ্বিহারেচ্ছানুসারেণৈবোদয়ন্ত ইতি ভাবঃ; অতঃ পরমেশ্বরায় বশীকৃতসর্ব্বত্বেন্ তন্নাম্নে ইতি ॥ জী॰ ২৯ ॥

২৯। **শ্রীজীব বৈ॰ তো॰ টীকানুবাদ** ঃ কৃষ্ণ হলেন পরম স্বতন্ত্র তন্নিমিত্ত বহিরঙ্গ আমাদের দ্বারা দূর থেকে তাঁকে প্রণাম করা উচিত, এই আশয়ে বলা হচ্ছে য ইতি। এই শ্লোক শ্রীসনাতনের দ্বারা ব্যাখ্যাত হয়েছে—[যথা—আচ্ছা, এরূপ স্বাতন্ত্র ভাবেরদ্বারা বিধিনিষেধ বাক্য সকল ব্যর্থতার পর্যবসিত হয় এবং অতঃপর পুণ্যপাপ সিদ্ধ না হওয়া হেতু সেই সেই ফলভোগ ঘটে না—ইহা সত্যই, তথাপি সেই কৃষ্ণের পরমেশ্বরতা হেতু দুরূহলীলত্বের দ্বারা সেই সেই সবকিছু সম্ভব হয়েই থাকে, এই আশয়ে তার পরমেশ্বর-ভাব বর্ণন করত প্রণাম করছেন—য ইতি।]

শ্রীসনাতনের উপর্যুক্ত অবতারিকায় শ্রীকৃষ্ণের বৈষম্যভাব ত্যাগেচ্ছা হেতু হওয়ায় এই অর্থই সার। **দুর্বিমর্শপথয়া**—অবিতর্কমার্গ জ্ঞানাতীত-প্রবৃত্তিকতা হেতু পরিহার করতে অশক্য (মায়া-দ্বারা)। আরও উচ্চ-নীচ-সুখ-দুঃখ সৃষ্টিতে সেই পরমেশ্বরের বৈষম্য নেই—এই আশয়ে শ্রীধর

শ্রীশুক উবাচ।

ইত্যভিপ্রেত্য নৃপতেরভিপ্রায়ং স যাদবঃ।
সুহৃদ্ভিঃ সমনুজ্ঞাতঃ পুনর্যদুপুরীমগাৎ ॥ ৩০ ॥

৩০। অন্বয় ঃ শ্রীশুক উবাচ। সঃ যাদবঃ (অক্রূরঃ) নৃপতেঃ (ধৃতরাষ্ট্রস্য) ইতি অভিপ্রায়ং অভিপ্রেত্য (জ্ঞাত্বা) সুহৃদ্ভিঃ (পাণ্ডবাদিভিঃ) সমনুজ্ঞাত (সম্যক্ অনুজ্ঞাত) পুনঃ যদুপুরীং (মথুরাং) অগাৎ।

৩০। মূলানুবাদ ঃ শ্রীশুকদেব বললেন—অক্রূর ধৃতরাষ্ট্রের বৈষম্য অপরিত্যাগ-লক্ষণ অভিপ্রায় জ্ঞাত হয়ে সুহৃদ্‌গণের অনুমতি অনুসারে পুনরায় যদুপুরীতে গমন করলেন।

বলেছেন 'কর্মাণি' পূর্বকর্মানুসারে বিধি-নিষেধ লক্ষণসমূহ শাস্ত্রমুখে ব্যবস্থাপনা করেন এবং সুখ-দুঃখ ফল সকল উৎপাদন করেন। তার এরূপ ঐশ্বর্য কর্মাধীনও নয়, এই আশয়ে বলা হচ্ছে, দুরববোধ্র—দুর্বোধ্য, অনাদি হওয়া হেতু অনন্ত জীবসমূহের নানাকর্মসমূহ তার বিহার ইচ্ছানুসারেই উদয় হয়ে থাকে, এরূপ ভাব। —অতএব পরমেশ্বরকে প্রণাম—সর্বজগৎ তার দ্বারা বশীকৃত বলে উক্ত শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম ॥ জী০ ২৯ ॥

২৯। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ অতস্তমেব নমস্যতি,- য ইতি। দুর্বিমর্শপথয়া দুর্বিতর্ক্য-মার্গয়া গুণান্ বিভজতে শান্ত ঘোর-মূঢ়-রূপত্বেন বিভক্তান্ করোতি। দুরববোধং দুর্গমম্। বিহারতন্ত্রং লীলাসিদ্ধান্তো যস্য, সংসারচক্রাদস্মৎ গতিরুদ্ধারো যস্মাৎ সচ সচ তস্মৈ। ধৃতরাষ্ট্রং প্রবোধয়েতি। ত্বাং মৎপ্রবোধার্থং প্রেরয়তি মা প্রবুধ্যেত্যবোধার্থং মাঞ্চ প্রেরয়তীত্যেবং বিষমা তস্য লীলা অতোঽস্যাঃ সিদ্ধান্তং কো জানিয়াদিতি ভাবঃ। নচ তস্তু সংসারচক্রে পতিত এবেত্যপি বাচ্যং মমাপি তস্মাদেব গতির্ভাবিনীতি ভাবঃ ॥ বি০ ২৯ ॥

২৯ শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ অতঃপর সেই পরমেশ্বরকে প্রণাম করা হচ্ছে, য ইতি। দুর্বিমর্শ-পথয়া—দুর্বিতর্ক পথে গুণান্- কর্মসমূহ ও তার ফলকে বিভজতে—শান্ত-ঘোর-মূঢ় রূপতে বিভক্ত করে থাকেন। দুরববোধং—দুর্গম বিহার-তন্ত্রং—লীলাসিদ্ধান্ত যার। সংসারচক্রগতয়ে এই সংসারচক্র থেকে 'গতি' উদ্ধার যার কৃপায় সেই (পরমেশ্বরকে প্রণাম)। 'ধৃতরাষ্ট্রকে বুঝিয়ে সুজিয়ে আস' এইরূপে অক্রূরকে মদীয় প্রবোধের জন্য পাঠান হল। —আবার অপ্রবোধ দিও না, বুদ্ধিবিভ্রম যেন ঘটে যায় এরজন্যও পাঠিয়েছেন—এরপই পরমেশ্বরের বিষমা লীলা। কাজেই তাঁর সিদ্ধান্তকে বুঝে উঠতে পারে, এরূপ ভাব [বলদেব—মদীয় প্রবোধের জন্য তাকে

শশংস রাম-কৃষ্ণাভ্যাং ধৃতরাষ্ট্র-বিচেষ্টিতম্ ।
পাণ্ডবান্ প্রতি কৌরব্য যদর্থং প্রেষিতঃ স্বয়ম্ ॥ ৩১ ॥

৩১। **অন্বয়** ঃ [হে] কৌরব্য (পরীক্ষিৎ) যদর্থং স্বয়ং [অক্রূর] প্রেষিতঃ [সঃ] পাণ্ডবান্ প্রতি ধৃতরাষ্ট্র-বিচেষ্টিতং রামকৃষ্ণাভ্যাং শশংস (জ্ঞাপয়ামাস) ।

৩১। **মূলানুবাদ** ঃ হে পরীক্ষিৎ! অক্রূর যে বৃত্তান্ত জানবার জন্য হস্তিনাপুরে প্রেরিত হয়েছিলেন, ধৃতরাষ্ট্রের সেই বিষম চেষ্টা রামকৃষ্ণের নিকট জ্ঞাপন করলেন তিনি ।

(অক্রূরকে) পাঠিয়ে আমার বুদ্ধিকে অবোধে নিমজ্জিত করে দিলেন, এরূপই তাঁর বিষমা ক্রীড়া। তার সিদ্ধান্ত কে বুঝতে পারবে, এরূপ ভাব ।] আপনি তো সংসারচক্রে পতিতই, এও বলতে পার না পরমেশ্বর সংসারচক্রের গতি হওয়া হেতু আমরাও গতি ভবিতব্য, এরূপ ভাব ॥ বি০ ২৯ ॥

৩০। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা** ঃ ইতীদৃশং বৈষম্যাপরিত্যাগলক্ষণং নৃপতেরিতি সমত্বেন শ্রীযুধিষ্ঠিররাজত্বে স্বরাজত্বহানি-শঙ্কয়েতি ভাবঃ । সুহৃদ্ভিঃ পাণ্ডবাদিভিঃ ॥ জী০ ৩০ ।

৩০। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ** ঃ ইতি—এইরূপ বৈষম্য-অপরিত্যাগ লক্ষণ (অভিপ্রায় জেনে) নৃপতেঃ—সমত্বভাব থাকলে শ্রীযুধিষ্ঠিরের রাজত্ব হলে ধৃতরাষ্ট্রের রাজত্বের উপর আধিপত্য অবিনষ্ট থেকেই যাবে । এই আশঙ্কায় 'নৃপতেঃ' শব্দের প্রয়োগ । সুহৃদ্ভিঃ—পাণ্ডবাদি সুহৃদ্‌গণের দ্বারা (অনুজ্ঞাত) ॥ জী০ ৩০ ॥

৩০। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ অভিপ্রায়ং বৈষম্যাপরিত্যাগরূপমভিপ্রেত্য জ্ঞাত্বা ॥ বি০ ৩০ ॥

৩০। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ অভিপ্রায়ং—বৈষম্য অপরিত্যাগরূপ অভিপ্রায় । অভিপ্রেত্য —জেনে ॥ বি০ ৩০ ॥

৩১। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা** ঃ পাণ্ডবান্ প্রতি বিচেষ্টিতমিতি অন্তঃক্রৌর্য্য-বহির্মার্দ্দবাভ্যাং বিবিধং চেষ্টিতং, যদর্থং যদ্বিচেষ্টিতজ্ঞানার্থম্ ; প্রেষিতঃ তাভ্যামেব । হে কৌরব্যেতি—স্বৎপূর্বজানাং কুরূণাং ক্ষয়কারণং তদেব, তচ্চ তয়া জ্ঞায়ত এবেতি ভাবঃ ॥ জী০ ৩১ ॥

৩১। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ** ঃ পাণ্ডবান্ প্রতি বিচেষ্টিতম্—অন্তরে ক্রূরতা বাইরে কোমলতার ভাবে বিবিধ আচরণ । যদর্থ—যে আচরণ জানবার জন্য প্রেরিত, তা রামকৃষ্ণকে জানালেন । হে কৌরব্য ইতি—হে পরীক্ষিৎ তোমার পূর্বপুরুষ কুরুদের ক্ষয় কারণ উহাই—এ তো তোমার জানাই আছে ॥ জী০ ৩১ ॥

শ্রীরাধাচরণনূপুরে কৃষ্ণকৃষ্ণ বাদনেচ্ছু দীনমণিকৃত
দশমে একোনপঞ্চাশোঽধ্যায়ে বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥